NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ যাঁরা অশান্তি পাকাচ্ছে, তাঁদের ভোট নয়: অভিষেক

বঙ্গে এবার ডবল ইঞ্জিন সরকার: অর্জুন সিং ২

কলকাতা ৭ এপ্রিল ২০২৬ ২৩ চৈত্র ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ২৯৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.04.2026, Vol.19, Issue No. 295, 8 Pages, Price 3.00

ট্রাইব্যুনালের তদারকিতে ফের গঠন নয়া কমিটি

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল: ১৯টি ট্রাইব্যুনালের কাজের প্রক্রিয়া একই রকম হওয়া প্রয়োজন। আর তাই তিনজন প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে বিশেষ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে এই কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৯টি ট্রাইব্যুনাল কীভাবে কাজ করবে, এই কমিটি তা নজর রাখবে বলেও এদিন নির্দেশে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। অন্যদিকে শুধু অনলাইনে নয়, অফলাইনেও আপিল জমা দিতে পারবেন ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া ব্যক্তিরা। তবে এক্ষেত্রে জেলাশাসকদের দপ্তর থেকে দিতে হবে রসিদ।

আগামী ২৩ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন। তার আগেই সোমবার এসআইআর মামলার শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে। মামলার শুনানিতে ট্রাইব্যুনাল নিয়ে মানুষের হেনস্তার বিষয়টি তুলে ধরেন রাজ্যের আইনজীবীরা। সকাল থেকে নাম তোলার জন্য মানুষ কীভাবে লাইনে দাঁড়াচ্ছেন তাও এদিন মামলার শুনানিতে তুলে ধরা হয়। এই বিষয়ে যাতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় সেই আবেদনও জানানো হয়। এরপরেই প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ১৯টি আপিল ট্রাইব্যুনালের প্রক্রিয়া একইরকম হওয়া প্রয়োজন। আর এরপরেই তিনজন প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। এই কমিটি গোটা প্রক্রিয়া তদারকি করবে।

মানুষের সুবিধার্থে আপিল শুধু কলকাতাতেই হবে নাকি অন্য জায়গাতেও করা যাবে সে বিষয়েও কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে বলে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। মঙ্গলবারের মধ্যে এই কমিটি গোটা প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে ফেলবে বলেও এদিন আশা প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। এদিকে সোমবার রাতের মধ্যেই কমিশনকে সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল সুপ্রিম কোর্টে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, সোমবার দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ৫৯ লাখ ১৫ হাজার বিবেচনাধীন ভোটারের নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। বাকি নামগুলির নিষ্পত্তি এদিন হয়ে যাবে বলেও জানিয়েছে হাইকোর্ট।

মধ্যরাতে ফ্রিজ প্রথম দফার ভোটার তালিকা, কী হবে বাদ পড়াদের?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি। তার মধ্যেই ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে জটিলতা পৌঁছেছে চরমে। সোমবারের শুনানিকে ঘিরে নজর ছিল সুপ্রিম কোর্টের দিকে। কিন্তু দিন গড়ালেও স্পষ্ট উত্তর মিলল না; বাদ পড়া লক্ষ লক্ষ ভোটারের ভবিষ্যৎ কী? তবে সিইও মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, সোমবার মধ্যরাতেই ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে ভোটার তালিকা, ফলে এরপর ট্রাইবুনালের নির্দেশে নাম উঠলেও প্রথম পর্যায়ে ভোট দেওয়া যাবে না।

সোমবার তিনি স্পষ্ট বলেন, 'আজকের পর তালিকায় নাম এলেও প্রথম দফায় ভোটাধিকার প্রয়োগ সম্ভব নয়।'

তার আগে আদালতের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট, আপিল ট্রাইব্যুনালগুলিকে নিজেদের প্রক্রিয়া তৈরি করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিচারকদের দেওয়া কারণ-সহ নথি খতিয়ে দেখে তবেই রায় দিতে পারবে তারা। তবে একাধিক ট্রাইব্যুনালের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি যাতে বিভ্রান্তি না বাড়ায়, সে জন্য অভিন্ন প্রক্রিয়ার উপর জোর দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে তিন জন প্রাক্তন সিনিয়র বিচারপতিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। সেই কমিটিই ঠিক করবে একক পদ্ধতি, যা বাধ্যতামূলক ভাবে অনুসরণ করবে ১৯টি ট্রাইব্যুনাল।

আদালতের প্রত্যাশা, দ্রুত সেই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হবে, যাতে আপিল নিষ্পত্তির কাজ গতি পায়। পাশাপাশি, সব আপিল কি শুধুমাত্র কলকাতায় দাখিল হবে, নাকি অন্যত্রও করা যাবে; তা নিয়েও সিদ্ধান্ত নেবে ওই কমিটি।

এদিকে পরিসংখ্যানই বাড়াচ্ছে উদ্বেগ। সোমবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রায় ৫৯ লক্ষ ১৫ হাজার মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে বলে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছেন। মোট ৬০ লক্ষ মামলার মধ্যে ৪৪ লক্ষের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৫৫ শতাংশ ক্ষেত্রে নাম অন্তর্ভুক্ত হলেও, ৪৫ শতাংশ ক্ষেত্রে বাদ পড়েছে। অর্থাৎ, বাদ পড়ার হারও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন; এই বাদ পড়াদের কি ভোট দেওয়ার সুযোগ মিলবে? প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এসওয়াই কুরেশি মনে করিয়ে দিয়েছেন, রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল অ্যাক্ট অনুযায়ী, নতুন তালিকা চূড়ান্ত না হলে আগের বৈধ ভোটার তালিকাই কার্যকর থাকে। সেই যুক্তিতে, প্রয়োজনে বাদ পড়া ভোটারদের শর্তসাপেক্ষে ভোটাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

জটিলতা আরও বাড়িয়েছে সময়ের সংকট। ৬ এপ্রিল ও ৯ এপ্রিল মনোনয়ন জমার শেষ তারিখের সঙ্গে সঙ্গেই ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ' হয়ে যাবে। তার পর নতুন নাম তোলা বা বাদ দেওয়ার সুযোগ থাকে না। ফলে আপিল ট্রাইব্যুনালের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি তালিকা চূড়ান্ত হয়ে যায়, তা হলে গোটা প্রক্রিয়াই কার্যত অর্থহীন হয়ে পড়তে পারে- এমন আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

এই পরিস্থিতিতে আদালত আপিল ট্রাইব্যুনালগুলিকে নতুন নথি গ্রহণের অনুমতিও দিয়েছে, যদি তা যাচাই করা যায়। অর্থাৎ, আগে জমা না পড়া মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের মতো নথিও এখন বিবেচনায় আসতে পারে। পাশাপাশি, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি মেনে প্রত্যেক আবেদনকারীর বক্তব্য শোনার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

তবে বাস্তব চিত্র বলছে, এখনও পর্যন্ত ২০ লক্ষ বাদ পড়া ভোটারের মধ্যে প্রায় ৭ লক্ষ আপিল করেছেন। অথচ ১০ মার্চ ট্রাইবুনাল গঠনের নির্দেশের পরেও সবগুলি এখনও কার্যকর হয়নি। এই ধীরগতিই বাড়াচ্ছে অনিশ্চয়তা।

রাজনৈতিক চাপানউতোরও পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নির্বাচন বিলম্বের অভিযোগ তুলেছেন। অন্য দিকে, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

সব মিলিয়ে, সময়ের বিরুদ্ধে দৌড় শুরু হয়েছে বাংলায়।

গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ময়দান ছাড়বেন না: মমতা

সুজিত ভট্টাচার্য

পূর্ব বর্ধমান: বিধানসভা নির্বাচনের জন্য পুরোদমে প্রচারে নেমে পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলায় জেলায় ঘুরে জনসভা করছেন তিনি। সোমবার নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমানে তিনটি জনসভায় যোগদান করেন তিনি।

পূর্ব বর্ধমানের সভা থেকে কর্মীদের একপ্রকার হুঁশিয়ারি দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বস্থলী উত্তরের প্রাক্তন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়কে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'কেউ কেউ আছে কাজ করবে না, কর্ম করবে না, আবার সারা জীবন তাকেই প্রার্থী করতে হবে। এটা দল পারেনা। যে মানুষের কাজ করবে না তাকে দল রাখতে পারে না। প্রার্থী হলেই দলের সাথে কাজ করবো, না হলে অন্য দলের সাথে যোগাযোগ করব।'

মমতা বলেন, এক হাজার একশো কোটি টাকা দিয়ে কালনা শান্তিপুর ব্রিজ নির্মাণ হচ্ছে।পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে মানুষ তার গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। এসআইআর-এর নাম করে হাজার হাজার মানুষের নাম কাটা হয়েছে। এর বদলা নেওয়া হবে। এদিন পূর্বস্থলী দক্ষিণের সমুদ্রগড় হাই স্কুল ফুটবল মাঠের জনসভায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রসঙ্গে বলেন, বিজেপি টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। তিনি মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু করেন। এতে মহিলারা অনেক উপকৃত হচ্ছেন। এছাড়াও যুবসাথী প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

এদিন বিজেপির উদ্দেশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অন্যান্য বার যে নির্বাচন দেখেছেন সেই সমস্ত নির্বাচনের থেকে এবারের নির্বাচন অনেকটাই আলাদা। অন্যান্যবার বিজেপির বদমাইশি থাকলেও এবারে যে বদমাইসি, শয়তানি, অত্যাচার ও দুষ্টুমিটা করছে এরকম আমরা কোনোদিনও দেখিনি।'

বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, বিজেপি কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের ভোট লুট করার, ভোট কাটার, বিভাজনের রাজনীতি করার, খুন ও দাঙ্গা, ষড়যন্ত্র কোনো কিছুই বাদ দেয়নি। মা-বোনদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে এসআইআর- এর নামে লাইনে দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। এর বদলা নিতে হবে।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর করা একটি মন্তব্য উল্লেখ করে মমতা বলেন, 'কলকাতায় নাকি হামলা হতে পারে। পাকিস্তান হুমকি দিচ্ছে, আর দেশের প্রধানমন্ত্রী ঘুমাচ্ছিলেন! বাংলায় এসে সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী একবারও বলেননি কেনো পাকিস্তান বাংলাকে টার্গেট করছে।' বাংলায় এখন কেউ মাংস-মাছ বিক্রি করলে তাদের উপর অত্যাচার করছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়িতে করে টাকা আসছে, সেটা বিজেপির নেতাদের পকেটে যাচ্ছে। উত্তর প্রদেশ থেকে ২০০ গাড়ি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে। দিল্লি থেকে লোক আসছে অন্যান্য রাজ্য থেকেও লোক আনা হচ্ছে ভোট দেওয়ার জন্য বলে অভিযোগ করেন তিনি।

প্রশংসা কর্মীদের, চোখ বঙ্গ ও কেরলে

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল: বিজেপির ৪৭-তম প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণে দলের কার্যকর্তাদের বার বার প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানালেন, পশ্চিমবঙ্গ, কেরলে হিংসাকেই 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' করা হয়েছে। সেখানেও ভয় পাননি, মাথা নত করেননি বিজেপির কর্মীরা। পাশাপাশি, মোদী জানিয়ে দিলেন, দেশে তাঁর সরকার এখনও পর্যন্ত অনেক কাজ করলেও কিছু অভিযান জারি রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, এক দেশ এক ভোটের মতো বিষয়।

সোমবার বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে নেতা-কর্মীদের বার্তা দেন মোদী। সেখানে তিনি কর্মীদের গত ৪৭ বছরের কৃতিত্ব তুলে ধরেন। জানান, বিজেপি যখন ক্ষমতায় ছিল না, তখনও কাজ করে গিয়েছেন কর্মীরা। তার পরেই তিনি বলেন, 'বাংলা, কেরলে দেখেছি, কী ভাবে হিংসাকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি করা হয়েছে। বিজেপি কর্মীরা এই পরিস্থিতিতেও ভয় পাননি। মাথা নত করেননি।' এখানেই তিনি থামেননি। আরও বলেন, 'আজও দেশসেবার কাজ করছেন কর্মীরা। সবাইকে প্রণাম জানাচ্ছি।' এর পরে কর্মীদের উদ্যমেরও প্রশংসা করেন তিনি।

কংগ্রেস 'পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি' করে বলেও আবার খোঁচা দেন মোদী। তিনি বলেন, **'কংগ্রেস এক পরিবার নিয়ে চলেছে। বাকিদের সঙ্গে অন্যায় করেছে। বিজেপি তা করেনি। ভারতের সব মহান সন্তানকে সম্মান দিয়েছে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিনকে পরাক্রম দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। ২৬ জানুয়ারির কুচকাওয়াজে আজাদ হিন্দ ফৌজকে কুর্নিশ জানানো হয়েছে। কংগ্রেস সরকার ভাবতেই পারত না।'**

মোদী বলেন, 'বিজেপি একমাত্র দল, যেখানে আমরা সকলে পার্টিকে মা মনে করি।' একে একে তিনি প্রণাম জানান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীনদয়াল উপাধ্যায় থেকে লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলী মনোহর জোশীদের।

মোথাবাড়ি-কাণ্ডে সুপ্রিমে ভর্ৎসিত মুখ্যসচিব-ডিজি

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল: মোথাবাড়ি কাণ্ডে ভারচুয়াল শুনানিতে কমিশন নিযুক্ত রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা ও মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালকে তীব্র ভর্ৎসনা করে সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ্য পুলিশের দায়ের করা ১২টি এফআইআরের তদন্ত করবে এনআইএ। সেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের মোথাবাড়ি কাণ্ডে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রিপোর্ট জমার আগে দিল্লির সদর দপ্তরে একপ্রস্থ বিশেষ বৈঠকও করেন এনআইএ আধিকারিকরা।

কেন্দ্রের আইনজীবী সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতাও বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। বলেন, 'ওঁরা (জুডিশিয়াল অফিসার) কান্নাকাটি করছেন। বলছেন, আমাদের বাঁচান। এই তো পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা।' রাজ্য প্রশাসন কাজ না করলে প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করা হবে, স্পষ্ট জানাল সুপ্রিম কোর্ট। ট্রাইবুনাল প্রধান শিবজ্ঞানমের চিঠি দেখানোর জন্য নজিরবিহীনভাবে এই প্রথমবার মোবাইল হাতে এদিন এজলাসে আসেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। গত একুশের বিধানসভা নির্বাচনের হিংসার প্রসঙ্গও ওঠে শুনানিতে। কেন্দ্র এবং কমিশন দু'পক্ষের আইনজীবী দাবি করেন, ছাব্বিশের নির্বাচনেও এমন পরিস্থিতি তৈরি হোক তা সম্ভবত চায় না রাজ্য প্রশাসনও। এই মর্মে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের দাবিও জানানো হয়।

এদিকে, এনআইএ-র জমা দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, মোট ১২টি এফআইআর দায়ের হয়েছে। যেগুলির প্রাথমিক তদন্ত করেছে স্থানীয় থানার পুলিশ আধিকারিকরা।

কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য উস্কানিমূলক!

■ **পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য করছেন। সোমবার রাজ্যের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে শুনানিতে এমনই অভিযোগ জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তারা জানিয়েছে, এই সংক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। এই মন্তব্যের জেরে পরিবেশ আরও খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কমিশনের আইনজীবী। সুপ্রিম কোর্ট জানায়, প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করা হবে। এর আগে এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে রিপোর্ট চেয়েছিল কমিশন।**

সোমবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির বেঞ্চে এসআইআর মামলার শুনানি হয়। সেখানে কমিশনের তরফে বলা হয়, 'গতকাল একটি বক্তৃতায় বলা হয়েছে, উত্তরপ্রদেশ থেকে সিআরপিএফ জওয়ানেরা এসে আপনাদের মারবে, তাই প্রস্তুত থাকুন।'

তার ফলে তদন্ত প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলেই মত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। তদন্তের স্বার্থে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়ার আর্জি জানানো হয়। সুপ্রিম কোর্ট জানায়, এনআইএ চাইলে নতুন করে এফআইআর দায়েরের পর তদন্ত করতে পারে। সেই অনুযায়ী রিপোর্ট জমা দিতে হবে শীর্ষ আদালতে। আর এই ১২টি এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্তের খুঁটিনাটি তথ্য সুপ্রিম কোর্টে জমা দিতে হবে।

মুখ্যসচিব ও ডিজি হলফনামা জমা দেন। তাঁরা জানান, পুলিশ সঠিকসময় তদন্ত করে মোথাবাড়ি কাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড মোফাক্কেরুল ইসলাম ও তাঁর শাগরেদকে গ্রেপ্তার করেছে। এই দু'জনকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কেন ঘটনার দিন ফোনে মুখ্যসচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রধান বিচারপতি। রাজ্য পুলিশের ডিজি-ই বা কী করছিলেন, সে প্রশ্নও তোলেন। কেন রাত দু'টোর সময় প্রধান বিচারপতিকে এই ঘটনার কথা জানানো হল, তা-ও জানতে চাওয়া হয়। মুখ্যসচিব ও ডিজির উদ্দেশে আদালতের সওয়াল, 'আপনারা কাজ করছিলেন? আপনার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। কেন রাত ২টো, এগারোটার সময় কেন জানতে পারলেন না প্রধান বিচারপতি।' রাজ্যের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় গলদ রয়েছে বলেই পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের।

ধসে বিচ্ছিন্ন লাচেনে আটক বহু

গ্যাংটক, ৬ এপ্রিল: উত্তর সিকিমে আচমকা ধস নামতেই বিপর্যস্ত জনজীবন। মঙ্গন জেলার লাচেন এলাকায় ভেঙে পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, ফলে কার্যত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন প্রায় ৮০০ পর্যটক। প্রশাসনের কড়া নির্দেশ, 'এই মুহূর্তে কেউ অবস্থান ছেড়ে বেরোবেন না, বিশেষ করে রাতের দিকে চলাচল একেবারেই নিষিদ্ধ।'

লাচেন থেকে চুংথাংয়ের পথে তারুম চু সেতুর কাছে বিপত্তি। রাস্তার বড় অংশ ভেঙে যাওয়ায় সম্পূর্ণ বন্ধ ওই রুট। আটকে পড়া পর্যটকদের মধ্যে বহু বাঙালিও রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে।

আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে দ্রুত উদ্ধার শুরু হবে।' সম্ভাব্য বিকল্প পথ হিসেবে লাচেন-লাচুং হয়ে গ্যাংটক রুট ব্যবহার করার ভাবনা চলছে। উদ্ধারে নামছে সেনা, আইটিবিপি, বিআরও-সহ একাধিক সংস্থা। তবে আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তা, 'পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।' তাই আপাতত অপেক্ষাই ভরসা।

ধসের কবলে পড়ে রাস্তাঘাট মুছে যাওয়ায় কয়েক হাজার পর্যটক এখন লাচেনের বিভিন্ন হোটেল ও হোম-স্টেতে আটকে। বিদ্যুৎ নেই, ফোনের নেটওয়ার্কও মাঝেমধ্যে উধাও। স্থানীয় এক পর্যটকের কথায়, 'চারিদিকে শুধু জল আর পাথরের শধ। আমরা এখন প্রকৃতির দয়ার ওপর নির্ভর করে আছি।

জরুরি হেল্পলাইন নম্বর

মঙ্গন জেলা কন্ট্রোল রুম (ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট)
০৩৫৯২-২৩৪৫৩৮
উত্তর সিকিম পুলিশ কন্ট্রোল রুম
০৩৫৯২-২৩৪২৮৪ / ৯৫৯৩৩৬০০১২
জরুরি পুলিশ সহায়তা (ইমার্জেন্সি) ১১২
সিকিম পুলিশ হেল্পলাইন
০৩৫৯২-২০২৮৯২
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নবান্ন কন্ট্রোল রুম ৯১ ৩৩ ২২১৩ ৩৫২৬ / ৯১ ৩৩ ২২৫৩ ৫১৮৫

নিহত ইরানের সামরিক গোয়েন্দাপ্রধান খাদেমি

তেহরান, ৬ এপ্রিল: সংঘর্ষে নিহত হলেন ইরানের সামরিক গোয়েন্দাপ্রধান মজিদ খাদেমি। সোমবার ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর জানানো হয়েছে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য জানানো হয়নি। ফলে কোথায়, কী ভাবে তাঁর মৃত্যু হল, কোন দেশের হামলায় তিনি নিহত হয়েছেন, এই বিষয়গুলি প্রাথমিক ভাবে স্পষ্ট নয়।

খাদেমির আগে ইরানের সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা শাখার প্রধান ছিলেন মহম্মদ কাজেমি। গত বছরের জুনে ইজরায়েলে হামলায় নিহত হন কাজেমি। তার কয়েক দিন পরেই ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড

কোরের গোয়েন্দাপ্রধান করা হয় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খাদেমিকে। এক বছরের মধ্যে এ বার ইরানের সামরিক বাহিনীর নতুন গোয়েন্দাপ্রধানও নিহত হলেন সংঘর্ষে।

আলোচনায় বসার জন্য ইরানকে ধারাবাহিক ভাবে চাপ দিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। একই সঙ্গে চলছে সংঘর্ষও। ইজরায়েল এবং আমেরিকা দুই দেশের সঙ্গেই সংঘর্ষে জড়িয়ে রয়েছে ইরান। হামলা এবং পাল্টা হামলা দুই-ই চলছে। এ সবের মধ্যেই হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার জন্য ইরানের জন্য নতুন করে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হরমুজ নিয়ে ইরান বোঝাপড়ার পথে না-গেলে আরও জোরালো হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। ইরানের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'ওরা যদি দ্রুত বোঝাপড়ায় না-আসে, তা হলে আমি সব উড়িয়ে দেব আর তেলের দখল নেব।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি রইছুদ্দিন সেখ পিতা- ঁইসলাম সেখ গ্রাম ও পোষ্ট- বাঙ্গলঝি পি.এস চাপড়া জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১১২৩ আমার ২০০২ সালে ভোটার লিষ্টে নাম রুপচাঁদ সেখ আছে। আমার নতুন এপিক নং SLY 2273191 ও পুরাতন এপিক নং WA/11/073/456685, 12/8/2025 জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিট রুপচাঁদ সেখ ও রইছুদ্দিন সেখ উভয়ে একব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম।

AFFIDAVIT

I, **Aurra Ray** D/O Late Pranab Kumar Ray residing at 162/18, Barui Para Lane, VTC : Baranagar (M), P.O.- Alam Bazar, Dist. : North 24 Phs, W. B. PIN- 700035 do hereby declare vide affidavit before the Notary Public at Kolkata dated 04.04.2026 that in my birth certificate vide Regn. No. H/16/2010/09406, Regn. Date 07.08.2010, my father's name appears as Dr. Pranab Kumar Ray (now deceased) and my father's name appears as Pranab Ray in my PAN Card and in pass certificate and statements of marks issued by the ISCE. In my father's death certificate issued by KMC, his name appears as Pranab Kr. Ray. Dr. Pranab Kumar Ray, Pranab Ray and Pranab Kr. Ray was the same and one identical person i.e. my father.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 02/04/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 02 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Mainuddin Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Basarat Ali Sarkar & B Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 06/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9682 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Hasan S/o. Sk Barik, সাং বালিহাট্টা খারাজিপাড়া, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sk Hasan S/o. Sk Barik, Sekh Hasan S/o. Barik Sekh, Sekh Abdul Barik একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যাহা আমার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 06/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9836 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Najibul Islam S/o. Sk Mofijul Islam সাং চক ভেদুয়া, নাঙ্গুলপাড়া, খানাকুল, হুগলী-৭১২৪০৬, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Mofijul Islam & Sk Mofijul & Sekh Mofijul Islam & Sk Mafizul Haque S/o. Sk Lutphar Rahaman & Sk Mafizul S/o. Lutphar Sk, একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, যাহা 2002 সালের ভোটার লিস্টে, 194 Arambagh Assembly, Part No. 162, Sl. No. 198, Hooghly, এবং আমার ও আমার পিতার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 06/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9933 নং এফিডেভিট বলে আমি Nasiruddin Sk S/o. Ahammad Ali Box, Sk Nasiruddin S/o. Ahammad Ali, Sk Nasiruddin S/o. Sk Ahammad, Nasiruddin Sk S/o. Sekh Ahammad Ali & Nasiruddin Sk S/o. Ahammad Ali Box সাং কানাইপুর, বালিগড়ি, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, পঃবঃ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

I, **Aurra Ray** D/O Late Pranab Kumar Ray residing at 162/18, Barui Para Lane, VTC : Baranagar (M), P.O. - Alam Bazar, Dist. : North 24 Phs, W. B. PIN - 700035 do hereby declare vide affidavit before the Notary Public at Kolkata dated 04.04.2026 that in my birth certificate vide Regn. No. H/16/2010/09406, Regn. Date 07.08.2010, my mother's name appears as Avi Ray and it appears in pass certificate and statements of marks issued by the ISCE. In my mother's passport no. C 9605972 issued at Kolkata, on 21.05.2025 and date of expiry: 20.05.2035, her name appears as Avinandita Mukherjee. Avi Ray and Avinandita Mukherjee is the same and one identical person i.e. my mother.

আমি Shambhu Nath Dutta alias Sumbhu Nath Dutta, পিতা Late Nanda Dulal Dutta, টিকানা Ward No 4 PO- PS Arambagh Dist. Hooghly West Bengal Pin 712601. Ld 1st class Judicial Magistrate at Sadar court Hooghly, West Bengal vide affidavit no-7811 Dated-20/03/2026 এর affidavit দ্বারা Sambhu Nath Dutta নামে পরিচিত হলাম, Shambhu Nath Dutta and Sumbhu Nath Dutta & Sambhu Nath Dutta একই ব্যক্তি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ই এপ্রিল। ২৩শে চৈত্র। মঙ্গল বার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র ও বিংশত্তরী বুধে র মহাদশা কাল। মৃতে এক দোষ নেই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভক্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভক্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভক্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভক্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

I, Diljumma Hossain, S/O- Md Amjed Hossain at Vill - Kedarchandpur Purba Muslimpara, PO- Kedarchandpur, PS- Nowda, Dist-Murshidabad, Pin- 742133. That my name Diljumma Hossain, S/O- Md Amjad Hossain is recorded in my Aadhaar, voter and father Army service book. That my name has been recorded Dinu Sk, S/O- Amjad Sk in the voter list 2002, Part No-6, Sl No 387. Swearing affidavit 915, S.D.E.M Diljumma Hossain & Dinu Sk and my father Md Amjed Hossain & Amjad Sk is same person.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী রাজেশ মন্ডল পিতা দিবাকর মন্ডল - টাকি, থানা : হাসনাবাদ এবং পো : টাকি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, মূল দলিল নং ০৩১৯-২০২০ তারিখ ২০.০১.২০২০ যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর, হাসনাবাদ সমীপে বসিরহাট কোর্টের নিকট ২৫.০৩.২০২৬ তারিখে সকাল ১১ টার সময়ে ফটোকপি করানোর সময়ে হারিয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বসিরহাট থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ২০১৪ তারিখ ২৭.০৩.২০২৬ দায়ের করা হয়।
কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানান।

জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

:: বিজ্ঞপ্তি ::

জেলা হুগলী, জেলা জজ আদালত, হুগলী সদর
২০২৫ সালের ৬৩ নং মিস কেস মোকর্দ্দমা
আশিষ দাস দীগর .... বাদী
বনাম
পূর্ণিমা সরকার দীগর............ বিবাদী

এতদ্দ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী আশিষ দাস**, পিতা- স্বর্গীয় পার্শ্বনাথ দাস এবং **শ্রীমতী শম্পা দাস**, স্বামী-শ্রী আশিষ দাস, সর্ব সাং - ব্রহ্মচারী কলোনী, বাসুদেবপুর, পোঃ - ত্রিবেণী, থানা - মগরা, জেলা - হুগলী, মহামান্য জেলা জজ আদালত হুগলীতে নাবালক **আদ্রিজা মাঝি**, কন্যা শ্রী হেমন্ত মাঝি ও **পূর্ণিমা সরকার (মাঝি)**, সাং - ব্রহ্মচারী কলোনী, বাসুদেবপুর, পোঃ- ত্রিবেণী, থানা - মগরা, জেলা হুগলী কে দত্তক গ্রহণ করিবার জন্য মহামান্য আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে উক্ত দত্তক গ্রহণের বিষয় কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিল বাবু দ্বারা আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা উক্ত দিন অন্তে মহামান্য আদালত দ্বারা **আশিষ দাস ও শম্পা দাস** এর আবেদন মঞ্জুর হইবে এবং পরবর্তী কালে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।
ইতি- দরখাস্তকারীর পক্ষে
নীলাঞ্জনা দাস (এ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী,সেরেস্তাদার,
চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার,
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, হুগলী, ২৪/০২/২৬

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

বিজেপির থেকে টাকা নিয়ে যাঁরা অশান্তি পাকাচ্ছে, তাঁদের ভোট নয়: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলঙ্গি: বিজেপির কাছে টাকা নিয়ে যাঁরা অশান্তি পাকাতে চায় তাঁদের একটাও ভোট নয়। অধীর, হুমায়ুন, মিমের প্রার্থীকে ভোট দেওয়া মানেই বিজেপির হাত শক্ত করা। জলঙ্গির সভা থেকে অধীর চৌধুরী, এজেইউপির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর আর আসাউদ্দিন ওয়েইসিকে আক্রমণ করে এভাবেই ভোটারদের সতর্ক করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড তথা দলের সর্বত্র ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক এখানেই থেমে থাকলেন না। অমিত শাহকে নিশানা করে আরও খোলসা করে বলেন, অমিত শাহ যে সিকিউরিটি পায় অধীর, হুমায়ুন কেন্দ্রের সেই সিকিউরিটি পায়। তাই তাঁদের কাছে ইডি, সিবিআই কখনও যায় না। সব সেটিং। ওদের ভোট দেওয়া মানেই বিজেপির হাত শক্ত করা। সোমবার জলঙ্গি ব্লকের সাদিখানদেয়ার বিদ্যানিকেন মাঠে নির্বাচনী জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত, জলঙ্গির তৃণমূল প্রার্থী বাবর আলি ও ডোমকলের তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীরের সমর্থনে জনসভা করেন। তবে মঞ্চে রানিনগর ও মুর্শিদাবাদা বিধানসভার দুই তৃণমূল প্রার্থী সৌমিক হোসেন ও শাওনি সিংহরায়ও উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুরুতেই জলঙ্গি ও ডোমকলে তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের তালিকা শোনান। এরপর ওই দুই কেন্দ্রে তৃণমূলের পাঁচ শপথ শোনান। বলেন, গত দু'বছরে কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়া জলঙ্গি ডোমকলে ২০ হাজার মানুষের মাথার উপর ছাদ করে দিয়েছি। চতুর্থবার তৃণমূল সরকার এলে সবার মাথায় পাকা ছাদ করে দেওয়া হবে। যাঁরা বার্ধক্যভাতা এখনও পাননি তাঁদের ভাতা নিশ্চিত করা হবে। সারা জীবন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবেন। পরিশ্রুত পানীয় জল, রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন, কেউ চিন্তা করবেন না, এসআইআরে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে সবার নাম তুলে দেওয়ার দায়িত্ব তৃণমূলের।

এরপরই মহম্মদ সেলিমকে লক্ষ্য করে বলেন, ২০২৪ সালে মহম্মদ সেলিম ১ লক্ষ ৬০ হাজার ভোটে আবু তাহেরের কাছে হেরে রির্টান টিকিট নিয়ে গিয়েছেন। বাজারে গেলে যেমন কেউ পচা আলু, পচা পেঁয়াজ কেনেন না, তেমনি সিপিএম কংগ্রেসকে একটাও ভোট নয়। সিপিএম এখন অতীত। কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানেই বিজেপির হাত শক্ত করা। এজেইউপির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর আর মিমের প্রতিষ্ঠাতার নাম না করে বলেন, কেউ কেউ বিজেপির কাছে টাকা খেয়ে অশান্তি পাকাতে চাইছে। ওদের একটাও ভোট দেবেন না।

এদিন অভিষেকের জলঙ্গির সভা ভরিয়েছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রাপকরা। বিরোধীদের দাবি, জলঙ্গিতে সভা হলেও সেই সভা ভরানো হয়েছে রানিনগর, মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লোক এনে। জলঙ্গির সভা শেষ করে মালদার হরিশচন্দ্রপুরের জনসভার উদ্দেশ্যে উড়ে যান অভিষেক।

শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ছয়জন বিধানসভা প্রার্থীদের নিয়ে সংকল্প সভা। ছবি: অদিতি সাহা

নির্বাচনের মাঝেই বড় দায়িত্ব
অতিরিক্ত সিইও পদে বিভূ গোয়েল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহে প্রশাসনিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ রদবদল। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী দপ্তরে অতিরিক্ত দায়িত্ব পেলেন আইএএস আধিকারিক বিভূ গোয়েল। তাঁকে অবিলম্বে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার একটি সংবেদনশীল অংশ; আপিল ট্রাইব্যুনালগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের দায়িত্বও তাঁর কাঁধে। কমিশন সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন, উচ্চ আদালত এবং ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করাই হবে তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ। এক প্রশাসনিক আধিকারিকের কথায়, ভোটের সময় একাধিক স্তরে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। সেই সমন্বয় মসৃণ করতেই এই নিয়োগ। গোয়েলের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে ট্রাইব্যুনালের পরিকাঠামো প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা, নির্দেশিকা দ্রুত পৌঁছে দেওয়া এবং বিভিন্ন জেলার আপিল সংক্রান্ত আপডেট নজরে রাখা। পাশাপাশি বিচারপতিদের সম্মানী ও প্রশাসনিক বিষয়েও নজরদারি করবেন তিনি। হাইকোর্টের এক আইনজীবীর মতে, সমন্বয়ের অভাব থাকলে বিচারপ্রক্রিয়া ধাক্কা খায়। আলাদা করে এই পদ তৈরি হওয়ায় কাজ দ্রুত এগোবে। প্রশাসনের দাবি, নির্বাচন চলাকালীন আইনি ও প্রশাসনিক স্তরে যাতে কোনও গলদ না থাকে, তার জন্যই এই পদক্ষেপ। ভোটের উত্তাপে তাই নেপথ্যের মেশিনারিও সাজানো হচ্ছে নতুন করে।

পাহাড়ে সমীকরণ বদল
বিজেপির পাশে জিএনএলএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দার্জিলিং: পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন মোড়। আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির পক্ষে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল জিএনএলএফ। দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকেই এই বার্তা স্পষ্ট করে দেন সভাপতি মন ঘিসিং। তিনি বলেন, শুধু নির্বাচনী লাভ নয়, গোর্খা সমাজের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থই আমাদের মূল লক্ষ্য। ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই, সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিও চলবে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের দাবি, এনডিএ-র অংশ হিসেবেই এই সমর্থন। সহ-সভাপতি এনবি ছেত্রীর কথায়, জোটের বৃহত্তর স্বার্থেই বিজেপি প্রার্থীদের পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। তাঁর মতে, এই সমর্থন পাহাড়ে জোটকে আরও শক্তিশালী করবে। তবে বিরোধীরা কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিজিপিএমের বক্তব্য, অন্য কোনও পথ না থাকায় বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্ত। পাহাড়ের রাজনীতিতে এই নতুন সমীকরণ ভোটের ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলবে, এখন সেটাই বড় প্রশ্ন।

বঙ্গে এবার ডবল ইঞ্জিন সরকার: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়ার তরুণ ব্রিগেডের বিজেপি প্রার্থী পুত্র পবন কুমার সিংয়ের সমর্থনে সোমবার বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় পা মেলালেন প্রাক্তন সাংসদ তথা নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন বিকেলে জগদ্দলের অকল্যান্ড জুটমিলের গেট থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। ঘোষপাড়া রোড ধরে সেই পদযাত্রা কাঁকিনাড়ার আর্যসমাজ মোড় পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে গোলঘর পার্ক অতিক্রম করে পদযাত্রা গোলঘর বাজার হয়ে মেঘনা মোড়ে শেষ হয়। উক্ত পদযাত্রায় যোগ দিয়ে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং দাবি করেন, বঙ্গে এবার ডবল ইঞ্জিন সরকার হবেই। তাই পদযাত্রায় এত মানুষের সমাগম। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন এবারে একের পর এক কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। এতেই পরিষ্কার, এবারে বাংলায় স্বচ্ছ নির্বাচন হবে। নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারিতে ভোটারদের বুথ কেন্দ্রে পৌঁছনো আটকাতে চরম ব্যর্থ হবে ঘাসফুল শিবির। প্রসঙ্গত, কলকাতার পর্ণশ্রীতে বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়-সহ সাত জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ ছয়জন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। এপ্রসঙ্গে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, ওই ঘটনায় তৃণমূল প্রার্থীকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করবে।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে দোকানে বিক্রি হচ্ছে দলীয় পতাকা। ছবি: অদিতি সাহা

উত্তরবঙ্গে স্বাস্থ্য সংকট, তোপ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গের চিকিৎসা পরিকাঠামো নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করল ভারতীয় জনতা পার্টি। শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় অভিযোগ করেন, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ার মুখে। তাঁর কথায়, হাসপাতালে শয্যার তুলনায় রোগীর চাপ এত বেশি যে স্বাভাবিক পরিষেবা দেওয়াই কঠিন হয়ে উঠেছে। চিকিৎসক ও নার্সের ঘাটতিকে তিনি গভীর সংকট বলে উল্লেখ করেন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়; অনেক জায়গায় সপ্তাহে এক-দু'দিন ডাক্তার মিলছে, সাধারণ মানুষ প্রাথমিক চিকিৎসাও পাচ্ছেন না। চা-বাগান অঞ্চলের প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ওষুধ নেই, প্রশিক্ষিত কর্মী নেই; অনেক ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞদের দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, যন্ত্র আছে, কিন্তু ব্যবহার নেই; নিরাপত্তা ও অবকাঠামো দু'দিকেই ঘাটতি। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি; কার্ড থাকলেও অনেক সময় বেসরকারি হাসপাতালে পরিষেবা মিলছে না। পাশাপাশি আয়ুষ্মান ভারত চালু না হওয়ায় উন্নত চিকিৎসা থেকে বঞ্চনার অভিযোগও তোলেন সাংসদ। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় তাঁর আশ্বাস, ক্ষমতায় এলে প্রাথমিক থেকে তৃতীয় স্তর;পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করব।

মনোনয়ন ঘিরে উত্তপ্ত হাওড়া, মুখোমুখি দুই শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভোটের আবহে মনোনয়ন পর্বই হয়ে উঠল সংঘর্ষের মঞ্চ। জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে আচমকাই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে তৃণমূল ও বাম শিবিরের সমর্থকেরা, আর সেখান থেকেই পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটে। ঘটনাস্থলে উপস্থিতদের দাবি, বামেদের মিছিল থেকে ওঠে কটাক্ষ; ভাইপো চোর, পিসি চোর! এর জবাবে শাসকদলের সমর্থকেরা গর্জে ওঠেন; জয় বাংলা! মুহূর্তের মধ্যে স্লোগান-যুদ্ধ গড়ায় শারীরিক সংঘাতে। রাস্তার মাঝেই ধাক্কাধাক্কি শুরু হওয়ায় থমকে যায় চলাচল। শেষপর্যন্ত পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এক আধিকারিকের কথায়, বড় জমায়েত সরাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। যদিও তৌসিফ আলি আজহার দাবি করেন, কোনও মিছিলে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবে প্রকাশ্যে আসা দৃশ্য অন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রশাসনের দাবি ও বাস্তবের ফারাক নিয়েই এখন জল্পনা তুঙ্গে।

মনোনয়ন জমা দিতে জেসব বিল্ডিংয়ে পৌঁছলেন মানিকতলার তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া পান্ডে। ছবি: অদিতি সাহা

যাদবপুরে বিজেপির জয় নিয়ে আশাবাদী শর্বরী মুখার্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী শর্বরী মুখার্জি সোমবার আলিপুরের ট্রেজারি বিল্ডিংয়ে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করেন। শর্বরী মুখার্জি বলেন, যাদবপুর শিক্ষিত সমাজের মানুষের এলাকা এবং সাধারণ মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। তিনি দাবি করেন, অনেক জায়গায় বিজেপির ব্যানার ও ফেস্টুন ছিড়ে ফেলা হলেও মানুষের মনের মধ্যে বিজেপির প্রতি সমর্থন রয়েছে। মানুষের সঙ্গে কথা বলে তিনি জয়ের ব্যাপারে আরও আশাবাদী হয়েছেন বলেও জানান। তিনি আরও বলেন, তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে ভবিষ্যতে আরও বেকারত্ব বাড়বে এবং চাকরি সংক্রান্ত দুর্নীতির মতো ঘটনা আবার ঘটবে। তিনি ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, সেই পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের যে অপমান সহ্য করতে হয়েছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। যাদবপুরের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি মানুষের সমর্থন চান। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে বিজেপির নেতা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মালদা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসককে শোকজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মালদার কালিয়াচকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ায় গাফিলতির অভিযোগে জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (ল' অ্যান্ড অর্ডার) শেখ আনসার আহমেদকে শোকজ করা হয়েছে। ১ এপ্রিল জেলার পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ থাকার কারণে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ তাঁকে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা এবং প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযোগ, ওইদিন বিকেল সাড়ে ৩টে থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। ফলে প্রশাসনের পক্ষে সময়মতো পদক্ষেপ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। নোটিসে আরও বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ওই সময় মহকুমাশাসক ও বিডিও-র সঙ্গে যোগাযোগে ছিলেন, অর্থাৎ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তবুও ঊর্ধ্বতন স্তরে যথাযথ রিপোর্ট না করা গুরুতর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। এই ঘটনায় কেন তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে ৭ দিনের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না পেলে একতরফা শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

মনোনয়ন জমা দিলেন বালিগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৭ এপ্রিল ২০২৬, ২২ চৈত্র ১৪৩২ মঙ্গলবার

প্রয়াত ডা. মণি ছেত্রী

■ চিকিৎসা জগতের এক যুগের অবসান। ১০৬ বছর বয়সে প্রয়াত পদ্মশ্রী প্রাপ্ত প্রখ্যাত চিকিৎসক মণি কুমার ছেত্রী। রবিবার রাতে দক্ষিণ কলকাতার বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত পান, তারপর থেকেই শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। দার্জিলিংয়ের চা-বাগান এলাকায় জন্ম তাঁর। কলকাতায় চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা শেষে বিদেশে প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে এসে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় নতুন দিশা দেখান। বিধানসভা চন্দ্র রায়-এর আমলে এসএসকেএম হাসপাতালে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ভিত গড়ে তোলেন। সহকর্মীদের কথায়, ওঁর হাত ধরেই আইটিইউ-সহ একাধিক বিশেষায়িত বিভাগ চালু হয়; যা সেই সময় যুগান্তকারী উদ্যোগ ছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু-র ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ১৯৭৪ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত এই চিকিৎসকের প্রয়াণে চিকিৎসক মহল থেকে প্রশাসন; তাঁর প্রয়াণে সর্বত্র শোকের ছায়া।

তারকা প্রচারে জোর বিজেপির

■ নির্বাচনী লড়াইয়ে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ বিজেপি। সেই লক্ষ্যেই রাজ্যে নামানো হচ্ছে ৪০ জন 'তারকা প্রচারক'-এর বিশাল বাহিনী। তালিকার শীর্ষে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম দফার আগে একাধিক জনসভা ও রোড-শোতে অংশ নেবেন মোদী। তমলুক থেকে আসানসোল, সিউড়ি থেকে উত্তরবঙ্গ; বিস্তৃত সফরসূচি তৈরি হয়েছে, যদিও তা এখনও চূড়ান্ত নয়। শুধু রাজনীতির ভারী মুখ নয়, প্রচারে গ্ল্যামারের ছোঁয়াও রাখছে গেরুয়া শিবির। অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী, কঙ্গনা রানাওয়াত, হেমা মালিনী এবং টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ-এর মতো পরিচিত মুখও থাকছেন প্রচারের ময়দানে। এছাড়া একাধিক বিজেপি-শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতিও নিশ্চিত করা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বহুমাত্রিক প্রচারের মাধ্যমে ভোটারদের মনস্তত্ত্বে প্রভাব ফেলাই মূল লক্ষ্য। ভোট যত এগোচ্ছে, ততই স্পষ্ট; এ লড়াই শুধু সংখ্যার নয়, প্রতীকেরও। বিজেপি সেই প্রতীকী লড়াইয়ে তারকা শক্তিকেই বড় অস্ত্র করে তুলতে চাইছে।

কমিশন-বিজেপিকে নিশানা শশীর

■ নির্বাচন যত ঘনাচ্ছে, ততই ভোটার তালিকা নিয়ে দ্বন্দ্ব চড়ছে রাজনীতির ময়দানে। এবার সরাসরি নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেন তৃণমূল নেত্রী শশী পাঁজা। সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর দাবি, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। আরও একধাপ এগিয়ে অভিযোগ, মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য কমিশন ও বিজেপি যৌথভাবে চক্রান্ত করছে। শশীর বক্তব্য, বিশেষত মালদা, মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিতে সমস্যা প্রকট। তাঁর কথায়, প্রায় ৯০ লক্ষ ভোটার ক্ষতিগ্রস্ত, অনেক ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ নাম যাচাইয়ের অপেক্ষায় ঝুলছে। একইসঙ্গে মাত্র ১৯টি আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের সিদ্ধান্তকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন তিনি; এত কম পরিকাঠামো দিয়ে সাধারণ মানুষের পক্ষে আপিল করা কার্যত অসম্ভব। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও প্রশাসনিক বদলি নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন তৃণমূল নেত্রী।

ভোটে 'ডবল ছাঁকনি', জাল ভোট ঠেকাতে কড়া নজর কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধনের পরও আশঙ্কা কাটেনি। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 'বেনোজল' রুখতে আরও একধাপ কড়া হচ্ছে নির্বাচন কমিশন। নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্ট; মৃত, নিখোঁজ বা স্থানান্তরিত ভোটারের নামে যাতে কেউ বুথে ঢুকে ভোট দিতে না পারে, সে দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে প্রিসাইডিং অফিসারদের। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, প্রত্যেক বৈধ ভোটারের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভোটার স্লিপই দেওয়া হবে। তা সরাসরি বাড়িতে পৌঁছে দেবেন বিএলও-রা। স্লিপ বিলির সময় ভোটারের উপস্থিতি, পরিচয়; সবই খতিয়ে দেখা হবে। অনুপস্থিত থাকলে পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের মাধ্যমে যাচাই বাধ্যতামূলক। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে রেজিস্টারে স্বাক্ষর করতে হবে,

দিতে হবে আঙুলের ছাপও। কোনও কেন্দ্রে ভোটের সর্বাধিক ৫ দিন আগে এই স্লিপ পৌঁছে দিতে হবে। বিএলও এই স্লিপ বিলির সময়ে কোনও রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্টকে (বিএলএ ২) সঙ্গে নিলে অবশ্যই রেজিস্টারে তাঁরও স্বাক্ষর থাকতে হবে। কোনও ভাবেই গুচ্ছ গুচ্ছ ভোটার স্লিপ বিএলওরা অন্য কারও হাতে তুলে দিতে পারবেন না। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, বিলি না হওয়া স্লিপ ফেরত নিয়ে আলাদা তালিকা তৈরি করা হবে। ভোটের দিন সেই তালিকা ধরে বাড়তি সতর্কতা থাকবে। এক আধিকারিকের কথায়, মৃত বা অনুপস্থিত ভোটারের নামে ভোট পড়লে তা ধরা হবে সঙ্গে সঙ্গেই। কমিশনের হুঁশিয়ারি, স্লিপ বিতরণে গাফিলতি বা অনিয়ম ধরা পড়লে কড়া শাস্তি অবধারিত। তাঁদের বিরুদ্ধে শোকজের মতো পদক্ষেপ করা হতে পারে। এবার অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে বিএলওরা যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন, সে দিকে কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সব মিলিয়ে অবাধ ভোট নিশ্চিত করতে 'ডাবল ফিল্টার'-এর পথে হাঁটছে কমিশন।

পর্ণশ্রীতে বিজেপি কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৬

কমিশনের নির্দেশে রত্নার নামে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: ভোটের প্রাক্কালে দক্ষিণ কলকাতার পর্ণশ্রী যেন আচমকাই রাজনৈতিক সংঘর্ষের পরীক্ষাগারে পরিণত হল। বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ ঘিরে তীব্র উত্তেজনার জেরে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ৬ জনকে গ্রেপ্তার করল পর্ণশ্রী থানার পুলিশ। রবিবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শুরু হয় টানটান অচলাবস্থা। বিজেপির দাবি, পরিকল্পিতভাবে আমাদের অফিসে হামলা চালানো হয়েছে। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতেই এই সন্ত্রাস। পাল্টা তৃণমূলের বক্তব্য, অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। ঘটনার জেরে বিজেপি কর্মীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান এবং থানার সামনে অবস্থান নেন। নেতৃত্বে ছিলেন প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁ। অন্যদিকে, রত্না চট্টোপাধ্যায় থানায় পৌঁছতেই তাঁকে ঘিরে স্লোগান ওঠে, পরিস্থিতি দ্রুত

উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দুই পক্ষের বাকযুদ্ধ গড়ায় ধস্তাধস্তিতে। পুলিশ সূত্রে খবর, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত বাহিনী নামাতে হয়েছে, কয়েকজনকে আটকও করা হয়েছে। যদিও এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

উল্লেখ্য, রবিবার দুপুরে পর্ণশ্রী এয়ারপোর্টের কাছে বিজেপি কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা দলীয় প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের পোস্টার টাঙাতে যান। সেখানেই বাধা দেন বিজেপি সমর্থকরা। তৃণমূল কর্মীদের বাধা দিতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। অভিযোগ, এরপরেই বিজেপির কার্যালয় ভাঙচুর চালায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। ভাঙচুর করা হয় কার্যালয়ের গেট। ইন্দ্রনীল খাঁর পোস্টার ছেড়ার অভিযোগও ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাকে ঘিরে চাপানউতোর তুঙ্গে। নির্বাচন যত এগোচ্ছে, ততই যেন রাজ্যের মাটিতে সংঘর্ষের পারদ চড়ছে; এটাই এখন বড় প্রশ্ন।

কলকাতায় মনোনয়ন লড়াই জমজমাট, সব শিবিরেই হেভিওয়েটদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে কলকাতার রাজনৈতিক মানচিত্র ক্রমশ উত্তপ্ত। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের লক্ষ্যে একের পর এক প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেওয়ায় শহরের একাধিক কেন্দ্রে জমে উঠেছে লড়াই। শাসক শিবিরে যেমন ফিরহাদ হাকিম কলকাতা বন্দর থেকে, তেমনই কুণাল ঘোষ বেলেঘাটা এবং দেবাশিস কুমার রাসবিহারীতে প্রার্থী হিসেবে নাম তুলেছেন। পাশাপাশি কামারহাটিতে মদন মিত্র, বালিগঞ্জে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং চৌরঙ্গীতে নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়; সব মিলিয়ে শাসকদলের শক্তিশালী উপস্থিতি স্পষ্ট।

অন্যদিকে, বিজেপির হয়ে শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুরে লড়াইয়ে নামতেই রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়েছে। স্বপন দাশগুপ্ত ও প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল-এর মতো মুখও ময়দানে। বাম শিবিরও পিছিয়ে নেই। সিপিএম প্রার্থী ফৈয়াজ খান ও পারমিতা রায়ের মতো নাম উঠে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে। এক তৃণমূল নেতা মন্তব্য করেন, এই লড়াই শুধু আসন নয়, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার। পাল্টা বিজেপির দাবি, মানুষ পরিবর্তন চাইছে, ফলেই আসল চমক দেখা যাবে ভোটবাক্সে। আগামী ২৯ এপ্রিল ভোট। তার আগে কলকাতার রাজনীতি এখন তুঙ্গে।

মনোনয়ন জমা দিলেন কলকাতা বন্দর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম।

হাজরায় মনোনয়ন ঘিরে তপ্ত পরিস্থিতি, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মনোনয়ন জমার দিনেই শহরের বুকে নতুন করে উত্তেজনার পারদ চড়ল। সোমবার দুপুরে হাজরা মোড়ে টালিগঞ্জ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারীর গাড়ি আটকে দেওয়া নিয়ে তীব্র বিক্ষোভ ছড়ায়। পুলিশের তরফে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে প্রার্থীকে একা এগোনোর পরামর্শ দেওয়া হয় বলে জানা যায়। কিন্তু সঙ্গীদের ঢুকতে না দেওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। এক কর্মীর অভিযোগ, প্রার্থীকে যেতে বলছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের কাউকেই যেতে দিচ্ছে না। এভাবে হলে নিরাপত্তা কে দেবে? পরিস্থিতি আরও জটিল হয় যখন পাপিয়া অধিকারী নিজেই সরব হয়ে ওঠেন। তাঁর বক্তব্য, আমাকে বলা হচ্ছে প্রোটেকশন দিতে পারবে না। তা হলে কীভাবে মনোনয়ন দেব? এটা কি ইচ্ছাকৃত বাধা নয়? অন্যদিকে, একই সময়ে অন্য দলের সমর্থকদের জমায়েত নিয়েও প্রশ্ন তোলে বিজেপি। তাদের অভিযোগ, একই জায়গায় অন্যদের অনুমতি মিলছে, আমাদের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি; এটা স্পষ্ট পক্ষপাত। এদিন ঘটনাস্থলে অন্য প্রার্থীদের সঙ্গেও পুলিশের বাকবিতণ্ডার ছবি সামনে আসে।

দেওয়ালে রং, জীবনে ফাঁক, ভোট এলেই ব্যস্ত শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোরের আলো ফুটতেই টালিগঞ্জের গলিতে মই তুলে কাজে নেমে পড়েন শিল্পীরা। হাতে তুলি, চোখে তাড়া; দেওয়ালে ফুটে ওঠে রাজনৈতিক প্রতীক। কিন্তু এই রঙিন ছবির আড়ালে বাস্তব বড় ধূসর। টালিগঞ্জের বাপি দাস বলছিলেন, একটা মাঝারি দেওয়াল লিখতে ৩০০-৪০০ টাকা মেলে। দিনে ৮-১০টা কাজ করলে কিছু আয় হয়, কিন্তু ভোটের পর সব বন্ধ। শিয়ালদহের কাছে এন্টালি এলাকার রাজেশ শর্মার অভিজ্ঞতা আরও তিক্ত; আগে একেকটা বড় কাজের জন্য ৮০০-১০০০ টাকা মিলত। এখন ফ্লেক্স এসে সব কেটে দিয়েছে, ৫০০ টাকাও জোটে না অনেক সময়। বেহালার সঞ্জয় পাল জানালেন, দলের লোকেরা তাড়া দেয় দ্রুত শেষ করতে, কিন্তু পারিশ্রমিক বাড়ে না। 'দুই দিনে পাঁচটা দেওয়াল করো' এটাই চাপ। অন্যদিকে মানিকতলার আব্দুল করিম বলছেন, ভোটের সময় ছাড়া ডাকই পড়ে না। বছরে তিন-চার মাস কাজ, বাকিটা সময় রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে যাই। প্রযুক্তির ঝড়ে হারিয়ে যাচ্ছে পুরনো এই শিল্প। দেওয়াল জুড়ে এখনও রং লাগে, কিন্তু শিল্পীদের জীবনে রয়ে যায় অনিশ্চয়তার দাগই।

প্রাক্তন বিধায়ক, প্রাক্তন পুরপ্রধান-সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব বিজেপিতে যোগ দিলেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হাইভোল্টেজ নির্বাচনের মুখে ব্যারাকপুরে বড়সড় ভাঙন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। সোমবার সন্ধেয় শ্যামনগর ফিডার রোডের ধারে আয়োজিত সভায় অনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। যোগদান পর্বে এদিন হাজির ছিলেন নোয়াপাড়া ও জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী যথাক্রমে অর্জুন সিং ও রাজেশ কুমার, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভাগীয় প্রমুখ সুরেশ রানা। নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং, হালিশহরের প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানি, গারুলিয়ার প্রাক্তন কাউন্সিলর অনন্যা সাহা এবং তাঁর স্বামী তৃণমূল নেতা সমীরেন্দ্র কৃষ্ণ সাহা ওরফে বুটু এবং ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার সদলবলে ঘাসফুল ছেড়ে পদ্মফুলে যোগ দিলেন। প্রসঙ্গত, ২০১০ সাল থেকে বর্তমান একটানা ভাটপাড়া পুরসভার কাউন্সিলর এই হিমাংশু সরকার। তাছাড়া টানা ২০ বছর শ্যামনগর আতপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের তিনি সভাপতিও ছিলেন। যোগদান নিয়ে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চলেছে। তাই অনেকেই বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। এদিন সুনীল সিং, রাজু সাহানি, হিমাংশু সরকার, অনন্যা সাহারা তৃণমূল ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। এর ফলে ব্যারাকপুরে দল আরও শক্তিশালী হল। তিনি বলেন, মমতার কুশাসন শেষ করতে নতুন প্রজন্মের একটা বড় অংশ বিজেপি যোগদান করছেন। গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়ে নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং বলেন, দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশমতো তিনি নির্বাচনে কাজ করবেন। তবে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, বাংলা থেকে তৃণমূলকে উৎখাত করা। তাঁর দাবি, ২০২৬ সালে নিশ্চিতরূপে বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার হবে। ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে সাতটি আসনেই বিজেপি জয়লাভ করবে। হালিশহরের প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানি বলেন, বাংলায় পরিবর্তনের সুনামি বইছে। বাংলার অত্যাচারিত মানুষেরা পরিবর্তন চাইছেন। সুতরাং এবার বাংলায় আরেকটা পরিবর্তন নিশ্চিত। অপরদিকে ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার পদ্ম শিবিরে যোগ দিয়ে বলেন, ২০২১ সালে জগদ্দল কেন্দ্রে সোমনাথ শ্যাম বিধায়ক হওয়ার পর থেকেই উনি দলটাকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নেন।

ভোটের আগে বিজ্ঞাপনে কড়াকড়ি, কমিশনের নতুন বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের ময়দান যত গরম হচ্ছে, ততই প্রচারে লাগাম টানতে সক্রিয় নির্বাচন কমিশন। এবার ভোটের দিন ও তার আগের দিন সংবাদপত্রে কোনও রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন ছাপাতে হলে আগে নিতে হবে বিশেষ অনুমতি; সাফ জানিয়ে দিল কমিশন। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশের আগে বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু যাচাই করবে মিডিয়া সার্টিফিকেশন অ্যান্ড মনিটরিং কমিটি (এমসিএমসি)। জেলা বা রাজ্য স্তরে এই কমিটির ছাড়পত্র ছাড়া কোনও বিজ্ঞাপন ছাপা যাবে না। কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, স্বচ্ছ পরিবেশে ভোট করাতে হলে প্রচারের উপর নজরদারি জরুরি। শেষ মুহূর্তের বিভ্রান্তিকর প্রচার আটকাতেই এই ব্যবস্থা। জানা গিয়েছে, প্রার্থীরা জেলা স্তরে এবং রাজনৈতিক দলগুলি রাজ্য স্তরের এমসিএমসি-র কাছে আবেদন করতে পারবেন। তবে বিজ্ঞাপন ছাপার অন্তত দু'দিন আগে আবেদন জানানো বাধ্যতামূলক। এক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মন্তব্য, ভোটের আগের ৪৮ ঘণ্টা সবচেয়ে স্পর্শকাতর। এই সময়েই ভুয়ো বা প্রভাবিত করার মতো প্রচার বেশি

হয়। পাশাপাশি 'পেইড নিউজ'-এর উপরও কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এক প্রাক্তন নির্বাচনী আধিকারিকের কথায়, খবর আর বিজ্ঞাপনের সীমারেখা মুছে গেলে গণতন্ত্রই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সব মিলিয়ে, ভোটের লড়াই যত এগোচ্ছে, ততই নিয়মের জাল শক্ত করছে কমিশন। উদ্দেশ্য একটাই; মাঠ সমান রাখা।

কলকাতায় ভোটের অঙ্ক মুখ বনাম দল

রাজীব মুখোপাধ্যায়

কলকাতার রাজনীতি বরাবরই আলাদা সুরে বাজে। এখানে প্রার্থী শুধু দলের প্রতীক নয়, অনেক সময় নিজেই এক একটি ব্র্যান্ড। কিন্তু ২০২৬-এর আগে প্রশ্ন উঠছে; শেষ পর্যন্ত জিতবে কে? মুখ, না দল? শহরে মোট ১১টি বিধানসভা আসন। এর মধ্যে আনুমানিক ৭টিতে হিন্দু ভোটার সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর মেটিয়াবুরুজ, গার্ডেনরিচ, এন্টালি ও পার্ক সার্কাস-সহ ৪টিতে মুসলিম প্রভাব বেশি। ফলে সামাজিক বিন্যাস ভোটের রসায়ন নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ।

২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের পরিসংখ্যান বলছে, কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস গড়ে প্রায় ৫৩-৫৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে, যেখানে বিজেপির ঝুলি প্রায় ৩৮-৪০ শতাংশ। তবে এই গড় ছবির আড়ালে রয়েছে সূদ লড়াই;

ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, চৌরঙ্গী, শ্যামপুকুরের মতো এলাকায় বিজেপি ব্যবধান অনেকটাই কমিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, লোকসভায় তৈরি হওয়া এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাটি বিধানসভায় আরও দৃশ্যমান হবে, বিশেষ করে শহুরে আসনগুলিতে। তবে ভোটারদের মানসিকতা বদলেছে। বেলগাছিয়ার স্কুলশিক্ষক সৌম্যজিৎ মুখোপাধ্যায় বলছেন, দল বড় কথা, কিন্তু প্রার্থী যদি এলাকার সঙ্গে যুক্ত না থাকেন, ভোটার আর আগের মতো চোখ বুজে ভোট দেয় না।

তপসিয়ার ব্যবসায়ী রাশিদ আনসারির কথায়, আমাদের এখানে কাজের হিসেব চলে। কে পাশে থাকে, সেটা দেখেই ভোট দিই। অন্যদিকে দলীয় প্রভাবের কথাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। শ্যামবাজারের ওষুধ ব্যবসায়ী অরিন্দম দে বলেন, শেষ পর্যন্ত সরকার কে গড়বে, সেটা ভেবে অনেকেই ভোট দেয়। তাই বড় দলের গুরুত্ব থাকেই। এই নির্বাচনে দুর্নীতির ইস্যুও প্রবল। কসবার গৃহবধূ মৌসুমি পাল বলছেন, চাকরি-কেলেঙ্কারি থেকে রেশন; সব কিছু নিয়েই মানুষের ক্ষোভ আছে। গড়িয়াহাটের উবের চালক আব্দুল কাদেরের সংযোজন, মানুষ চুপ করে থাকে, কিন্তু ভোটের দিন জবাব দেয়। সাম্প্রতিক সমীক্ষা ইঙ্গিত দিচ্ছে; কলকাতায় লড়াই এখন 'ইমেজ বনাম সংগঠন'-এর। কোথাও জনপ্রিয় মুখ দলকে এগিয়ে দিচ্ছে, কোথাও আবার শক্ত সংগঠন দুর্বল প্রার্থীকে টেনে তুলছে। শেষ পর্যন্ত শহরের ভোট এক জটিল অঙ্ক; লোকাল কানেকশন, ব্যক্তিত্ব, দলীয় প্রভাব আর জনমতের ঢেউ; সব মিলিয়েই তৈরি হবে ফলাফল। কলকাতা তাই এখনও বলছে, এখানে ভোট কেবল রাজনীতি নয়, মনস্তত্ত্বেরও খেলা।

কালবৈশাখীর ছোঁয়ায় স্বস্তি, নামল তিলোত্তমার পারদ, উত্তরেও চলবে বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চৈত্রের দাবদাহের মধ্যে আচমকাই স্বস্তির বার্তা দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। রাজ্যজুড়ে ঝড়-বৃষ্টির দাপটে তাপমাত্রার পারদ নামল বেশ কিছুটা। আবহবিদদের মতে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে দক্ষিণ ভারতের দিকে বিস্তৃত একটি অক্ষরেখা এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আসা আর্দ্র বাতাস মিলিয়ে তৈরি হয়েছে অনুকূল পরিস্থিতি। ফলে আগামী কয়েকদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এক আবহাওয়া আধিকারিকের কথায়, আগামী চার দিনে তাপমাত্রা ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি পর্যন্ত নামতে পারে। সোমবার সকালে কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৫ ডিগ্রি কম। রবিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয়েছিল ৩০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ৩.৮ ডিগ্রি কম। আজ থেকে সমুদ্রেও সতর্কতা রয়েছে। উপকূলে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার গতিতে। তার ফলে উত্তর ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের কাছে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। বুধবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সেখানে না-যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আগামী চার দিনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দিনের তাপমাত্রা তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি কমবে। তার পরের দু'দিনে দুই থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত আবার পারদ চড়তে পারে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ধীরে ধীরে বৃষ্টির বিস্তার বাড়বে। কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৫০-৬০

কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে শিলাবৃষ্টির আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। উত্তরবঙ্গে প্রায় প্রতি দিনই ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরের সব জেলায় সতর্কতা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে বুধবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহারে বাড়তি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শিলাবৃষ্টিও হতে পারে। ঝড়বৃষ্টির কারণে উত্তরবঙ্গেও তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি তাপমাত্রা কমবে।

সম্পাদকীয়

ছাব্বিশে মালদহ, মুর্শিদাবাদে কি বড় ধাক্কা খেতে চলেছে তৃণমূল, আশঙ্কা দলের অন্দরে

আসন্ন নির্বাচনে জিতে চতুর্থবার মসনদে ফিরতে মরিয়া ঘাসফুল শিবির। তবে নির্বাচন ঘোষণার অনেক আগে থেকেই একাধিক আশঙ্কা ঘিরে ধরেছে গোটা দলকে। আর জেলায় জেলায় প্রচারে বেরিয়ে গ্রাসরুটের হাল হকিকত দেখে ঘুম ছুটেছে শীর্ষ নেতৃত্বের। অন্দরের রিপোর্ট, দলীয় নেতাদের ঝগড়া, খেয়োখেয়ি, কোন্দলে অতিষ্ঠ মানুষ। তার ওপর স্থানীয়স্তরে সিংহভাগ নেতাদের বিরুদ্ধে দেদার তোলাবাজির অভিযোগ। যা শুনতে শুনতে জেরবার শীর্ষ নেতৃত্ব। এখন আর তাঁদের হাতে কিছু নেই। রাশটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। ক্ষমতার মধু ছাড়তে কেউ আর রাজি নয়। এমনকী নেত্রীর কথাতেও বাগে আনা যাচ্ছে না। তাই তো দু'দিন আগে প্রকাশ্য জনসভা থেকে নেত্রীকে মুর্শিদাবাদের এক বিদ্রোহী বিদায়ী বিধায়ককে সাসপেন্ড করার হুঁশিয়ারি দিতেও শোনা গিয়েছে। কিন্তু এটা তো তৃণমূলের পুরনো সংস্কৃতি, তাহলে কেন হঠাৎ করে মুর্শিদাবাদের ওই নেতাকে হুঁশিয়ারি দিলেন নেত্রী? ঘাসফুলের অন্দরের রিপোর্ট বলছে, মালদহ, মুর্শিদাবাদে দলের হাল খুব ভালো নয়। বেশ বেকায়দায় রয়েছে। ক্ষোভ, বিক্ষোভ চরমে। পুরনো কর্মীরা প্রায় সবাই বসে গিয়েছেন। নতুন যারা ঝাণ্ডা ধরেছে তাঁদেরই এখন রমরমা। তাঁরাই দল চালাচ্ছে। তাঁদের বিরুদ্ধেই অভিযোগের পাহাড়। শীর্ষ নেতৃত্ব সব জেনেও চুপ। এখন যদি কেউ পার করতে তো এরাই। তাই সবাই চুপ। দু'টি জেলাই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। এতদিন এরাই ছিল তৃণমূলনেত্রীর এক এবং একমাত্র ভরসা। কিন্তু এবার সেখানে প্রশ্নচিহ্ন। সংখ্যালঘু ভোট কেটে তৃণমূলকে হারাতে আসরে একাধিক দল ও জোট। কোথাও হুমায়ুন কবীরের দল, কোথাও মিম, কোথাও বা আইএসএফ। যাঁরা প্রতিদিন কপালে ভাঁজ ফেলছে তৃণমূল নেতৃত্বের। এই দুই জেলা মিলিয়ে আসন সংখ্যা ৩৪। মালদহ ১২, আর মুর্শিদাবাদে ২২টি। গতবার দুই জেলায় তৃণমূলের জেতা আসন ছিল যথাক্রমে ৮ ও ২০, মানে ২৮টি। এবার সেখানে কত? হিসেব করতে বসে এখন চুল ছিঁড়ছেন নেতারা। ক্ষমতায় ফিরতে গেলে অন্তত ২০ তো চাই, কিন্তু রিয়ালিটি বলছে অন্য কথা।

শব্দছক ১২৩

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯		■	১০	১১	■	
১২		■	১৩			১৪	■
■	১৫	১৬			■	১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

পাশাপাশি: ১. অন্যথা বা পরিবর্ত হিসেবে ৩. গায়ের জ্বালা ৬. সুতো ৭. স্ত্রী ৮. শিবিকা ১০. গীত ১২. রম্ভা ১৩. পালার ক্রম অনুযায়ী ১৫. সম্রাট শাজাহানের বিবি ১৭. শিশির ২০. মূক ২১. বক্তৃতা ২২. দম ২৪. অন্নহীন দশা ২৫. পরিবার ২৬. রাত্রি

ওপর-নিচ: ১. আধসেদ্ধ ২. সর্পরাজ ৩. গালমন্দ ইত্যাদি ৪. অগ্রজ ৫. আনন্দ ৯. ভূষণ ১১. কুমীর ১৩. যে গাছের পাতা রঙবাহারি ১৪. মোষ ১৬. অনেক বড় ১৮. মনের সায়যুক্ত ১৯. শ্বাস গ্রহণ ২১. অভ্যন্তর ২৩. বহু রঙচঙে জামা পরিহিত ব্যক্তি

সমাধান ১২২ — পাশাপাশি: ১. অশ্ব ২. সহকারী ৪. নত ৬. চিরায়ত ৮. রূপক ১০. নিজ ১১. কাঁপন ১২. নীরব ১৪. বরা ১৬. তিতিক্ষা ১৭. সুরন্দিত ১৯. পলা ২০. হরিনাম ২১. মানা

ওপর-নিচ: ১. অর্বাচিনি ২. সতত ৩. কামরূপ ৪. নয় ৫. শোক ৭. রাজনীতি ৯. পনবন্দি ১৩. রক্ষাকারি ১৫. রাতকানা ১৬. তিমি ১৭. সুগম ১৮. বলা

আজকের দিন

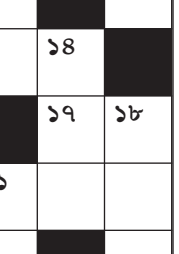

■ **১৯০৬** — ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরিটির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ইতালির নেপলস শহরে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে।

■ **১৯৩৯** — বেনিতো মুসোলিনি আলবেনিয়া আক্রমণের আদেশ দেন।

■ **১৯৯৪** — বিমান দুর্ঘটনায় রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডির রাষ্ট্রপতিদের মৃত্যুর পর, ৭ই এপ্রিল গণহত্যা শুরু হয়, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়।

জন্মদিন

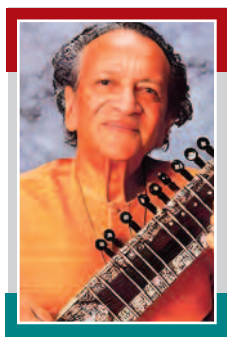

পন্ডিত রবিশঙ্কর

১৯২০ *বিশিষ্ট সেতারবাদক পন্ডিত রবিশঙ্করের জন্মদিন।*

১৯৪২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জীতেন্দ্রর জন্মদিন।*

১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক রামগোপাল ভার্মার জন্মদিন।*

শান্তনু রায়

অবশেষে বিচারকরাও শিকার হলেন রাজনৈতিক গুণ্ডামির। ঘটনাস্থল মালদার মোথাবাড়ি। এবং পুরোটাই পূর্ব পরিকল্পনা মত- বিচারকদের মনোবল ভাঙ্গতে।এতদিন বিচারকদের ঠারেঠোরে শাসানি দেওয়া হচ্ছিল । এবার একেবারে সরাসরি এবং শারীরিকভাবে আক্রমনের প্রয়াস যা অত্যন্ত আশঙ্কার।হয়ত এটাও একটা মহড়া। তবে একটু ভাবলেই বোঝা যাবে এর অভিঘাত কত গুরুতর।অনেকেরই হয়ত স্মরণে আছে যে সপ্তাহ খানেক আগেই এক অভিযোগ সামনে আসে যে উত্তরবঙ্গের এক জেলায় শাসকদলের জেলাস্তরের এক নেতা দলীয় প্যাডে বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি দিয়ে বলেছিলেন-'বিবেচনাধীন' তালিকা খতিয়ে দেখার কাজ ঠিকমতো হচ্ছেনা।তা ঠিকভাবে করতে হবে।তখনই প্রশ্ন উঠেছিল এইভাবে চিঠি লিখে চাপ সৃষ্টি পক্ষান্তরে হুমকিরই সামিল কিনা।

সকলেরই জানা বিচারকরা মহামান্য সুপ্রিম কোরটের নির্দেশে কোলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্তরের বিচারকেরা বিভিন্নজেলা এবং কোলকাতায় দাখিলি নথিপত্রের গ্রহণযোগ্যতা সাপেক্ষে এস আই আর এর 'বিবেচনাধীন' তালিকা চুড়ান্তকরনের কাজে ব্যাপৃত। সেই কাজ করতেই তিনজন মহিলাবিচারক সহ মোট সাতজন বিচারক কালিয়াচক ব্লক অফিসে সেদিনও গিয়েছিলেন অন্যান্য দিনের মত তবে জানা যাচ্ছে নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় তাঁরা একসপ্তাহ আগেই প্রশাসনকে অনুরোধ করেছিলেন এস আই আর এর কাজ ব্লক অফিস থেকে মালদা সদরে জেলা শাসকের অফিসে সরিয়ে আনতে যে অনুরোধ রক্ষিত হয়নি হয়ত পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধির অভাবের কারণেই। । যাহোক বুধবার সকাল থেকেই সেই ব্লক অফিসের সামনে জমায়েত হতে থাকে বিবেচনাধীনদের তালিকা থেকে কেন নাম বাদ গেছে তার প্রতিবাদে এবং বাদ যাওয়া নামগুলি পুনরায় সংযোজনের দাবির অজুহাতে।যদিও জমায়েতকারীদের সবারই যে নাম বাদ গেছে এমনটি নয় এবং বিক্ষোভও ছিল না স্বতস্ফূর্ত। কিন্তু পূর্বপরিকল্পনামত ক্রমে ভীড় বাড়তে থাকে এবং এক সময় জাতীয় সড়ক সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।কাজ শেষে বিকেলে ওই সাতজন বিচারকরা বেরোতে গেলে তাঁদের ব্লক অফিসের মধ্যেই আটকে রাখা হয় প্রায় দীর্ঘ আটঘন্টা ধরে।এইসময় অবরুদ্ধ বিচারকেরা বারবার প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোন সুরাহা পাননি । অবশেষে হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপে বিচারকদের গভীর রাতে পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে বাসস্থানে ফেরার ব্যবস্থা করলেও ফেরার পথে ছিল না পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। জায়গায় জায়গায় বাঁশ গাছের গুঁড়ি ফেলে আটকানো হয়েছে । জানা গেছে উদ্ধার হওয়া বিচারকদের গাড়ীর আগের পুলিশের পাইলটভ্যানটি ঐ বাধা টপকাতে গিয়ে উলটে গেলে পাইলটভ্যানের অপেক্ষা না করেই উর্দ্ধশ্বাসে মালদা শহরের দিকে ছুটতে থাকা বিচারকদের গাড়ীরগুলির উপর চলে লাঠিসোটা নিয়ে আক্রমন।ইট পাথর ছুড়ে গাড়ি ভাঙচুর করা হয় শারীরিকভাবে নিগ্রহের উদ্দেশ্যেই। গাড়ির ভিতর থেকে সন্ত্রস্ত প্রাণভয়ে ভীত জনৈক মহিলা বিচারকের বাসস্থানে রেখে আসা শিশুসন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে রাত্রির বুক চিরে আসা আর্তনাদ শোনা গেছে।যা শুনে বারবার মনে হচ্ছিল এ আমরা কোথায় আছি? সেই রাতে যুথবদ্ধ রাজনৈতিক গুণ্ডাদের আক্রমনের সামনে সদ্যচেনা কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে আক্রান্ত প্রাণসংশয়ে ভীত আবাসস্থলে শিশুসন্তানের জন্য উদ্বিগ্নতায় অসহায় বিচারকের সেই মর্মস্পর্শী আর্তনাদ বড়ই ইঙ্গিতবাহী- এমন ঘটনা বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে হয়ত অশ্রুতপূর্ব। বিচারের বাণী অনেক সময় হয়ত নীরবে কাঁদে এ সত্য, কিন্তু সংসার পরিজন ছেড়ে অচেনা পরিবেশে ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে যাওয়া বিচারকার্যের যুক্ত মানুষগুলিরও নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি কতখানি তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মোথাবাড়ির সে ভয়ংকর রাত । উন্মত্ত জনতার কর্তব্যরত বিচারকদের ঘেরাও করা ও তাঁদের উপর এই সংঘবদ্ধ আক্রমনের ঘটনায় গাফিলতিতে রাজ্যপ্রশাসনের চুড়ান্ত গাফিলতিতে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ইতিমধ্যেই এন আই এ তদন্তভার নিয়েছে। মূলচক্রী হিসেবে যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ,শোনা যায় তার বিরুদ্ধে অনেক পুলিশ কেস থাকলেও অনেক উঁচু পর্যন্ত যোগাযোগ থাকায় অনেকের ক্ষমতাধরের হাত ছিল তার মাথার উপর।সেই সুযোগে সংবেদনশীল ও পড়শি দেশের সীমানা সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ ওই এলাকার মানুষকে প্রভাবিত ও উত্তেজিত করতে তার সুবিধা হয়েছে-প্রশ্রয়ও মিলেছে সংশ্লিষ্ট মহলের।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মালদা মুর্শিদাবাদ ও উত্তরদিনাজপুরের ঐ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাই বারবার প্রতিবাদের নামে হিংসাত্মক কার্যকলাপে মেতে ওঠা যেথবদ্ধলা সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়।তখনও অভিযোগ উঠেছিল মহিলা সাংবাদিককে রক্ষায় পুলিশি উদাসীনতার।অজুহাত দেওয়া হয়েছিল দিনটা শুক্রবার হওয়ায় পুলিশকে সংযত রাখার প্রয়োজন ছিল।

আবার গতবছর ওয়াকফ আইনের সংশোধনীর বিরুদ্ধেও এক হিংসাত্মক বিক্ষোভ ও সরকারি সম্পত্তি নাশে মেতে উঠেছিল ওই এলাকা। উল্লেখ্য শুরু হয়েছিল বিক্ষোভ- মৌরসী পাট্টায় আঘাত আসছে বলে। অজুহাত দেখানো হয়েছে মুসলমানদের স্বার্থ যদিও আসলে কায়েমী স্বার্থ রক্ষার তাগিদেই একদিকে এই আন্দোলনের প্ররোচনা।

আইনটি লাগু হওয়ার সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং এরাজ্যেও সংশোধিত আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল।কিন্তু এ রাজ্যের মত হিংস্র বিক্ষোভ অন্য কোন রাজ্যে হয়নি। হিংসাত্মক গোলযোগে একটি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ায় সন্ত্রস্ত অধিবাসীরা । প্রাণহানিও ঘটেছে কয়েকজনের-যদিও একইভাবে নয়। হাইকোর্টের আদেশে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে হয়েছিল অবস্থা সামাল দিতে। প্রাণভয়ে হিন্দুরা পার্শ্ববর্তী জেলায় এমনকী পাশের রাজ্যেও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। অভিযোগ উঠেছিল প্রানে মেরে ফেলতে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে নলকূপে ও পুকুরের জলে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার।অদ্ভুত ব্যাপার এ রাজ্যে মৌলবাদীদের তাণ্ডবে প্রাণের ভয়ে সংখ্যাগুরুরা নিজের ভিটেমাটি ছাড়া- প্রশাসনও তটস্থ কিন্তু যথেষ্ট তৎপর ছিল না ।

জঙ্গীপুরে ওয়াকফ আইনের সংশোধনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচীর নামে গুণ্ডামি শুরু হয়। কিছু দোকানও ভাঙ্গচুর করা হয় অগ্নি সংযোগের ঘটনাও ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে পুলিশের একাধিক গাড়িতেও আগুন লাগানো হয়।ঘটনায় এস ডি পি ও'র গুলিভরতি রিভলভারটি ছিনতাই হয়েছিল । উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে শেষপর্যন্ত লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে হয় ।একটি ভিডিও তে দেখা গিয়েছিল মারমুখী ধর্মান্ধদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে কয়েকজন উর্দিধারীকে একটি হার্ডওয়ার দোকানে ঢুকে দোকানের মালিককে কাকুতিমিনতি করে শাটার নামিয়ে দিয়ে আশ্রয় নিতে।

আবার সেসময়ই এক সকালে সমসেরগঞ্জের জাফরাবাদের রানিপুর গ্রামে সকাল ন'টা নাগাদ তিন-চারশ দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র নিয়ে বেছে বেছে ওই গ্রামের হিন্দু বাড়ীগুলিতে আক্রমন শানায়। হরগোবিন্দ দাসের বাড়িও ঘিরে ফেলে শাবল দিয়ে ইট দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢোকে।বাড়ীর ভেতরে মহিলা ও শিশুরা থাকায় বাধা দিতে গেলে ৭২ বছরের হরগোবিন্দ দাস ও তার পুত্র চন্দন দাসকে (৪০)জোর করে বাইরে টেনে নিয়ে এসে দুষ্কৃতীরা কুপিয়ে ইট দিয়ে থেঁতলে নৃশংসভাবে খুন করে । অভিযোগ এ ক্ষেত্রেও বার বার ফোন করেও পুলিশকে খবর দিলেও পুলিশ আসে চার ঘন্টা পরে ।শোকে পাথর গোটা পরিবার।বাড়ির দুই পুরুষ সদস্যকে চোখের সামনে পিটিয়ে কুপিয়ে শেষ করার দৃশ্য স্মরণ করে শোকে বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়া মহিলারা আজও বুঝতে পারেননি ওয়াকফ আইনের সঙ্গে তাদের বা নিহতদের কি সম্পর্ক একমাত্র হিন্দু হওয়ার 'অপরাধ' ব্যতীত,যদিও নিহত দ'জনই ওয়াকফ আইনের সংশোধনীর বিরোধী সিপি আই(এম) এর সমর্থক।সমসেরগঞ্জের অন্যত্রও এরকমভাবে বেছে বেছে হিন্দুদের বাড়ি আক্রমণ করা হয়েছিল।

এস আই আর ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ গত ৪ঠা নভেম্বর থেকে আরম্ভ হওয়ার পর অন্যান্য রাজ্যে এ যাবত নির্বিঘ্নে চললেও ব্যতিক্রম এ রাজ্য । নির্বাচন কমিশনের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই অদ্ভুতভাবে তীব্র বিরোধিতায় মরীয়া কেবল মাত্র এ রাজ্যের শাসকদল ও সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশকুমারকে লিখিতভাবে আর্জি জানিয়েছিলেন -না, সঠিক স্বচ্ছভাবে এই সংশোধন কাজ সম্পন্ন করার জন্য নয়,এই সংশোধন কাজ স্থগিত করার জন্য,পত্রে যে কারণ দেখানো হয়েছে সেটিও বড় অদ্ভুত-বি এল ও দের উপরে যে ভাবে কাজ চাপানো হয়েছে তা 'অমানবিক'।রাতারাতি তৈরি হয়ে গেল শাসকদল অনুগত বি এল ও ঐক্যমঞ্চ। প্রথমে রাজ্যের শাসক দলের পক্ষ থেকে হুঙ্কার দেওয়া হয়েছিল-'এস আই আর করতে দেব না', উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার চলছিল, এখনও চলছে-'এন আর সি করার মতলবে এস আই আর হচ্ছে' 'এস আই আর' করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে'।বিভিন্নভাবে উসকানি দেওয়া হয়েছে রাজ্য শাসকদলের শীর্ষস্তর থেকে যেমনটি করা হয়েছিল ২০১৯এর ডিসেম্বরে সি এ এ র সংশোধনীর বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা বলে এ রাজ্যের পার্ক সার্কাসে কিংবা দিল্লীর শাহীনবাগে জমায়েত মহিলাদের যদিও তাদের স্বার্থ কোনভাবে বিঘ্নিত হয়নি ওই সংশোধনী দ্বারা। এস আই আর এর বিরুদ্ধে ধর্নামঞ্চ থেকেও ক্ষমতায় ফেরার আকুলতায় কখনো উস্কানি দেওয়া হয়েছিল একটা সম্প্রদায়কে এবং একই সঙ্গে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছিল আরেকটি সম্প্রদায়কে এই ভাবে , 'আমরা আছি বলে, নাহলে একটা কম্যুনিটি জোট বাঁধলে এক সেকেণ্ডে বারোটা বাজিয়ে দেবে'। কিংবা ভোটার লিস্ট থেকে নাম কাটা গেলে মেয়েদেরকে হাতাখুন্তি নিয়ে রাস্তায় নেমে অবরোধে সামিল হওয়ার আহ্বানও ছিল।লক্ষ্যনীয় মোথাবাড়িতেও রাস্তা অবরোধে সামনের সারিতে মহিলাদের দেখা গেছে।

অনেকের হয়ত স্মরণে আছে যে নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনীটি পাশের সাথে সাথে দেশের অনেক স্থানে,এই রাজ্যেরও কোথাও কোথাও হিংসাত্মক বিক্ষোভ অবরোধ চলেছিল কিন্তু তা জঙ্গী হিংসাত্মক রূপ নেয় প্রধানত মালদা ও মুর্শিদাবাদে- সেখানে বিনষ্ট করা হয়েছিল অনেক সরকারি সম্পত্তি-পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সরকারি বাস ও রেল স্টেশন প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে। যদিও আইনের ওই সংশোধনের ফলে কারও আগেকার অধিকার কোনভাবে ক্ষুন্ন হয়নি । তখনও বুদ্ধিজীবীদের একাংশও মাঠে নেমেছিলেন ওই সংশোধনীর বিরুদ্ধে লোক ক্ষ্যাপাতে ।এবারেও তাদের একই ভুমিকা।কিন্তু অবরোধের নামে গুণ্ডামী সরকারি সম্পত্তি বিনষ্ট করা সম্পর্কে তারা স্পিকটি নট। যদিও বিচারকদের এই আক্রমনের বিরুদ্ধে খুব কড়া অবস্থান গ্রহণ করে দেশের শীর্ষ আদালতের মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেছেন সব রাজনৈতিক দলের এ ঘটনার নিন্দা করা উচিত কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি। এমনকি বিদ্ধজ্জন দাবিদারদের কাছ থেকেও এখন পর্যন্ত একটি শব্দ শোনা যায়নি এই ভয়াবহ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়।

তবে পূর্বের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য প্রশাসনেরও আরও সতর্কতাঅবলম্বন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল,বিশেষত ওই অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে।

প্রসঙ্গত একটি গণতান্ত্রিক দেশে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ হলো সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে জনাদেশ গ্রহণ করা সংবিধান নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে।আর সুষ্ঠ নির্বাচনের ভিত্তি হল সঠিক স্বচ্ছ ভোটার তালিকা ।সেই তালিকা সময়ান্তরে সংশোধন পরিমার্জনে অনীহা সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রকৃত বিশ্বাসী কোন রাজনৈতিক দলের হতে পারে না।অতএব ও শ্লোগান তুলে বিভ্রান্ত করে লোক ক্ষ্যাপানোর কৌশল কোন সদুদ্দেশে বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার হিতার্থে যে করা হচ্ছে না তা বলাই বাহুল্য।হোক না এস আই আর কিংবা এন আর সি হলে কার ক্ষতি কিভাবে? জরুরী যেটা হলো সেটা এস আই আর বা এন আর সি স্বচ্ছ ও সঠিকভাবে প্রস্তুতি এবং সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারেরও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা থেকে যায়।

প্রসঙ্গত এক অতিপরিচিত বৈদ্যুতিন চ্যানেলে এস আই আর নিয়ে মাস কয় আগে অনুষ্ঠিত এক টক শো এ সাহিত্যিকা তিলোত্তমা মজুমদারের কিছু অপ্রিয় কিন্তু স্পষ্ট বক্তব্যে ভীমরুলের চাকে যেন ঢিল পড়েছিল। আধো জাগরিত বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবি সমাজের একাংশ এবং অনুপ্রেরণায় আত্মনিবেদিত কিছু কলমচি তখন রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ।

এই বুদ্ধিজিবীদের অদ্ভুত আচরণ বারবার আমাদের বিস্মিত করে। এই কি প্রতিবাদী বাংলা ! প্রসঙ্গত 'বুদ্ধিজীবী' বা 'সুশীল সমাজ' এর প্রতিনিধিরাও সহনাগরিক, অন্য গ্রহের বাসিন্দা নন,যদিও হয়ত গড়পড়তা সাধারণ অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতার দাবি রাখেন-বিদ্যা বুদ্ধি মেধায় চিন্তা ভাবনায়, সামাজিক অবস্থানে যাকে বলে আর কি ফার্স্ট এমঙ্গ দ্য ইকোয়ালস। এবং এই বিশেষ সামাজিক অবস্থানটি এবং এর সাথে জড়িত সম্মান সমাদর সাধারনের সমীহ তাঁরা সগর্বে ও সযত্নে উপভোগ করেনও। কিন্তু বিপন্ন সময়ে নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী অপ্রিয় সত্য উচ্চারণে পরাঙ্মুখিনতায় গা বাঁচিয়ে চলার কৌশল হিসেবে নৈঃশব্দের অবগুণ্ঠনে অবস্থানেই প্রশ্ন ওঠে- স্বাভাবিক কারণেই।যেমনটি ঘটছে সাম্প্রতিক সময়ে বাছাই প্রতিবাদে অভ্যস্ত বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীদের সচেতন নির্বিকারত্বে এবং প্রতিক্রিয়াহীনতায় -বারংবার প্রশ্ন উঠেছে সংবাদপত্রে এবং সমাজমাধ্যমেও- বাছাই প্রতিবাদের প্রবণতার বিপদ সম্বন্ধে,প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারীদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও।

ফিরে আসি গোড়ার কথায়। বিচারকদের উপর এই পূর্ব পরিকল্পিত আক্রমণ এক সুদূরপ্রসারী , ভয় দেখিয়ে সন্ত্রস্ত করে চাপ সৃষ্টি করে বাগে আনার এক অপচেষ্টা। আমরা এর আগে দেখেছি আদেশ বা রায় পছন্দ না হওয়ায় হাই কোর্টের এক মাননীয় বিচারপতির হাইকোর্টে চেম্বারের সামনে এমনকি তাঁর বাড়ির সামনে অবমাননাকর পোস্টার লাগানোর ঘটনা। সেটি কাদের অপকর্ম ছিল বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

এবারেও কার বা কাদের মদতে এমনটি ঘটল সহজেই অনুমেয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যতই আপাত খামতি বা সীমাবদ্ধতা থাক বিচারব্যবস্থাই আইনের প্রহরী হিসেবে কাজ করে । অন্যায় সে রাষ্ট্রিক হোক ব্যক্তি বা ব্যষ্টিকের হোক প্রতিকারের জন্য শেষ অবলম্বন দেশের বিচারব্যবস্থা।

চর্চাবাসর ১২০

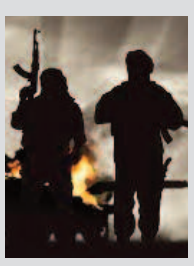

বাংলা শব্দ 'সন্ত্রাস ' (সন্ত্রাস - যার অর্থ আতঙ্ক, শঙ্কা বা ভীতি) সংস্কৃত শব্দ ' সংত্রাস' (संत्रास) বা 'সংত্রাস্যতি'থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এটি সংস্কৃত মূল √tras (त्रस्) থেকে এসেছে, যার অর্থ কম্পিত হওয়া, ভয় পাওয়া বা আতঙ্কিত হওয়া। উপসর্গএর সাথে sam (सम्) উপসর্গটি যুক্ত আছে , যার অর্থ 'একসাথে,' 'সর্বত্র,' বা 'সম্পূর্ণরূপে,' যা অর্থকে আরও গভীর করে তোলে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার হবে: উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: 'বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার হবে', বললেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বনগাঁতে মনোনয়ন জমা দিলেন বিজেপির চার প্রার্থী। সোমবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ও বনগাঁ লোকসভার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের উপস্থিতিতে বনগাঁ মহকুমার বনগাঁ উত্তরের প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়া, বনগাঁ দক্ষিণের প্রার্থী স্বপন মজুমদার, গাইঘাটার প্রার্থী সুব্রত ঠাকুর, বাগদা বিধানসভার সোমা ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে বনগাঁ রেল গেট থেকে ত্রিকোণ পার্ক পর্যন্ত শোভাযাত্রা করেন। এরপর সকল প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়ন জমা দেন। শোভাযাত্রা শেষে

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, 'গঙ্গা গোমুখ থেকে উৎপত্তি হয়ে গঙ্গাসাগরে এসে সমুদ্রে মেশে। গঙ্গাসাগরের কিনারায় আজ জনসমুদ্র দেখলাম। একটা কথা স্পষ্ট পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন আসছে ভাজপা সরকার তৈরি হবে, টিএমসি'র পরিবর্তন মানুষ করবে।' বাইরের রাজ্যের ভোটার পশ্চিমবঙ্গে তোলার চেষ্টা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এসআইআর এবার প্রথম হচ্ছে, তাই মমতা দিদি ভয়ে রয়েছেন। কোনও গরমিল আছে।'

পার্টি অফিসে দৈনিক তিন ঘণ্টা সময় দেওয়ার নিদান তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: 'রোজ তিন ঘণ্টা করে সময় দিতে হবে পার্টি অফিসে, দলের কাজ করতে হবে। এটা অনুরোধ নয়, এটা আদেশ। আর এই আদেশ না মানা হলে ৪ মে'র পরে তাঁদের হবে বিচার।' সম্প্রতি বর্ধমানের তৃণমূল নেতার এই হুমকি ভরা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। তৃণমূল নেতার নাম ইফতিকার আহমেদ, ওরফে পাপ্পু আহমেদ। তৃণমূল নেতার এই নিদানের পাল্টা প্রতিক্রিয়া এসেছে বিজেপির তরফেও। বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা পাপ্পু আহমেদ ভিডিওতে যেভাবে হুমকি দিচ্ছেন সাধারণ ব্যবসায়ীদের, সেটা নির্বাচন কমিশনের নজরে আসা প্রয়োজন। তাঁর ভাষা শুনে বোঝা যাচ্ছে তাঁরা যেইভাবে সাধারণ ব্যবসায়ীদের সারা বছর শাসনে রাখেন। নির্বাচনেও শাসনে রাখতে চাইছে। সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীরা যে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে নেই, সেটা ভাইরাল হওয়া ভিডিও থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।'

মানুষ কেন মানুষ নিজের ব্যবসা ছেড়ে তৃণমূলের কার্যালয়ে সন্ধ্যে সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত থাকবে? প্রশ্ন তুলেছেন বর্ধমান জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম ভাইরাল হওয়া ভিডিও প্রসঙ্গে জানান, 'ইফতিকার আহমেদ অসুস্থ। বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না। তাই তাঁর ওয়ার্ডে বা এলাকায় নির্বাচন কার্যকর্মে যাতে ঘাটতি না হয়, কর্মীরা যাতে সক্রিয়ভাবে আরও বেশি সময় ও পরিশ্রম দিয়ে এই নির্বাচনে তাঁদের দলীয় প্রার্থীর জন্য কাজ করেন, তাই একটা ভিডিও বার্তা দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। একজন নেতা হিসেবে দলের কর্মীদের কিছু নির্দেশ দিয়েছেন। এর বেশি কিছু না।'

বারাসাতের ট্র্যাফিক ব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল প্রার্থী সব্যসাচী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাতের যানজট ও ট্যাফিক ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন বারাসাত বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সব্যসাচী দত্ত। সোমবার বারাসাতের জেলাশাসকের দপ্তরে মনোনয়ন জমা দিয়ে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের সামনে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'বারাসাতের ট্র্যাফিক ব্যবস্থা ও ট্র্যাফিক পুলিশেরা ভোগাস। তারা জানেই না কিভাবে কাজ করতে হয়। আমি বাধ্য হয়ে বারাসাত জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি। জিতে আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়ে বারাসাতের ট্র্যাফিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করবো।' এদিন জেলাশাসকের দপ্তরে তৃণমূল প্রার্থী মধ্যমগ্রাম বিধানসভার রথীন ঘোষ, অশোকনগরের নারায়ণ গোস্বামী, হাবড়ার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, দেগঙ্গার

আনিসুল রহমান ওরফে বিদেশ-সহ কংগ্রেস ও বিজেপি প্রার্থীরাও মনোনয়ন জমা দেন। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক দাবি করেন, 'তিনি ৪০ হাজারের বেশি ভোটে জিতবেন।' তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডলের কটুক্তির পরিপেক্ষিতে বলেন, 'আমি ল-ইয়ার আমি ওর কথার জবাব দেব না। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে কুকুর মানুষকে কামড়ায়, মানুষ কুকুরকে কামড়ায় না। আগামী ৪ মে ভোট গণনার পর সাংবাদিক বৈঠক করে এর যোগ্য উত্তর দেব।' জয়ের ব্যাপারে ২০০ শতাংশ নিশ্চিত নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'আমরা কত ভোটের ব্যবধানে জিতবো সেটাই দেখবার।' নারায়ণ আরও বলেন, 'বহিরাগতদের এনে ভোট করাতে চাইলে আমরা নির্বাচন কমিশনকে জানাবো। তাতে কাজ না হলে আমরা দলগত ভাবে ব্যবস্থা করবো।' এদিন মনোনয়ন দিয়ে বের হওয়ার সময় দেগঙ্গার বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে সামনাসামনি দেখে হওয়াতে নারায়ণ রাজনৈতিক সৌজন্য দেখান। তিনি বিজেপি প্রার্থীকে জড়িয়ে ধরে কুশল বিনিময় করে গরমে বেশি করে ডাব খেয়ে প্রচারের পরামর্শ দেন। দেগঙ্গার তৃণমূল প্রার্থী আনিসুর রহমান বলেন, 'সদ্য তৃণমূল থেকে আইএসএফ-এ যোগ দেওয়া মফিদুল হক শাহাজী ওরফে মিন্টু শাহাজী দল ত্যাগ করায় তার ভোটে কোনও প্রভাব পড়বে না। কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে।'

উত্তরপাড়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন শ্রীরামপুর এসডিও অফিসে।

সিঙ্গুর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বেচারাম মান্না তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন চন্দননগর মহকুমা শাসকের অফিসে।

দেগঙ্গা বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আনিসুর রহমান ওরফে বিদেশ সোমবার দুপুরে বারাসাতের জেলাশাসকের দপ্তরে মনোনয়ন জমা দিলেন।

চন্দননগর মহকুমা শাসকের অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন হরিপাল বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডক্টর করবী মান্না।

রাজ্য ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সোমবার রাজ্য ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের পূর্ব বর্ধমান জেলার সাব কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হল বর্ধমান শহরে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সদস্য বিশ্বজিত মল্লিক ও সাব কমিটির সদস্য মাহিন্দর সিং সালুজা, সুকান্ত পাঁজা, অপর্ণা চৌধুরি ও সুশান্ত ঘোষ। ৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হল। সকলে প্রথমেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তারপর এই কমিটি গঠনের জন্য ও শুভেচ্ছা জানান প্রথম চেয়ারম্যান সুশীল পোদ্দারকে। গত ১২ই জুন রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৪৪ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রত্যেক জেলার সাব কমিটিতে ৫ জন অন্তর্ভুক্ত হলেন। কমিটির মুখ্য উদ্দেশ্য রাজ্যের ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা যথাযথ ভাবে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরা। ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব সরকারের নিকট পেশ করা।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস, কলকাতা উত্তর
ইন্ডিয়ান ব্যাংক বিল্ডিং, জিডি-৩৭৭-৩৭৮, ৩য় তল, সেক্টর - ৩, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০১০৬, ইমেল : zokolkatanorth@indianbank.co.in

লকার ভেঙে খোলার বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাংকের নিম্নলিখিত শাখাগুলির সেইসব লকার হোল্ডারদের প্রতি এই নীতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যাঁরা বকেয়া লকারের ভাড়া পরিশোধ করেননি অথবা ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন অনুস্মারকের জবাব দেননি।
নিম্নোক্ত লকার হোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লকারের ভাড়া পরিশোধ করা না হলে, ব্যাংক লকারগুলি ড্রিল করে খুলতে বাধ্য হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, লকারের ভেতরে যদি কোনো জিনিসপত্র থাকে, তা বিক্রি করা হবে এবং প্রাপ্ত অর্থ বকেয়া ভাড়া ও লকার ভাঙার খরচ বাবদ কেটে নেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া আদায়ের জন্য ব্যাংক লকারধারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ক্রম নং	শাখার নাম	লকার ভাড়াগ্রহীতাদের নাম	এসএবি এ/সি নং	বকেয়ার টাকার বিবরণ (টাকায়)	লকারের বকেয়া টাকার পরিমাণ থেকে
১.	শিয়ালদহ শাখা	শিবানী সরকার	৩০৪৬০০০০৬৪	১১৮৭২/-	৩০.০৬.২০২১
২.		পার্থ প্রতিম বিশ্বাস/কৃষ্ণা বিশ্বাস	৩০৪৬০২১৩	৯০৬৪/-	৩০.০৬.২০২২

তারিখ : ০৭.০৪.২০২৬, স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্ট লেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (বন্ধক রাখা স্বর্ণসামগ্রীর নিলাম)

এতদ্বারা নিম্নলিখিত স্বর্ণঋণগ্রহীতাগণ, তাঁদের আইনসম্মত উত্তরাধিকারীগণ, স্বর্ণালঙ্কার/গহনা/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংকের পক্ষ থেকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া/বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাংকে তাঁদের বকেয়া পরিশোধ করছেন না। **এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে যে, যদি তাঁরা ২২.০৪.২০২৬ তারিখের মধ্যে তাঁদের নিজ নিজ স্বর্ণঋণ অ্যাকাউন্টে সমস্ত বকেয়া (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ, চার্জ/ব্যয় সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে তাঁদের বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কারসমূহ ঋণগ্রহীতার খরচে ব্যাংক কর্তৃক ২৩.০৪.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত ই-নিলাম ওয়েবসাইট http://egold.auctiontiger.net** এর মাধ্যমে ই-নিলামে তোলা হবে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা তাদের মাধ্যমে দাবিদার ব্যক্তিদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। অধিকন্তু, প্রয়োজনে ব্যাংক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ ও সময় পরিবর্তন করার বা তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ক্রম নং	শাখার ঠিকানা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট নাম্বার	মোট ওজন (গ্রামে)	মোট নেট ওজন (গ্রামে)	বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১	নৈহাটি	দেবব্রত ঘোষ	৪১৫১৭৭৬১০০০০১২৩	৮৯.৬১	৩৪.৮০	২০৩২৯১.৪০

ইএমডি-র পরিমাণ এবং অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত/ প্রাক-পরিদর্শনের তারিখ

ইএমডি-র পরিমাণ- ২৫,০০০/-
ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত
অ্যাকাউন্টের নাম : মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড, **ব্যাংকের নাম :** আইসিআইসিআই ব্যাংক, **কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নং :** ০০২৪০৫০১৯৪০৮,
শাখা : জেএমসি হাউস শাখা, আহমেদাবাদ, আইএফএসসি কোড : ICIC0000024
পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ১৬.০৪.২০২৬ এবং ১৭.০৪.২০২৬ ●সময় : বিকাল ৩টা থেকে বিকাল ৪টা

নিলামের শর্ত

ব্যাংক গহনা/অলঙ্কারের গুণমানের জন্য দায়ী নয়। অলঙ্কারগুলি **"যেমন আছে তেমন"** ভিত্তিতে নিলাম করা হবে। সোনার দায়িত্ব তার, যিনি গহনা বন্ধক রেখেছিলেন এবং যিনি নিলামে জয়ী হবেন। সফল দরদাতাকে সোনা বিক্রির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিলামের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় ব্যাংক নিলাম বাতিল করতে পারে। আগ্রহী দরদাতারা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য নিলাম পোর্টালে যেতে পারেন। ব্যাংক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই নির্ধারিত নিলাম পরিবর্তন/সংশোধন/বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সোনার গহনা নিলামের পর কোনো প্রকার দাবি গ্রহণ করা হবে না। ব্যাংক যেকোনো পর্যায়ে যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ/বাতিল করার এবং তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন এবং মওকুফ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলামে অংশগ্রহণ এবং দর দেওয়ার অর্থ এই যে, দরদাতা নিলাম সম্পর্কিত শর্তাবলী T&C মেনে নিয়েছেন এবং সমস্ত কর ও শুল্ক এবং অন্যান্য বাহ্যিক বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন এবং ক্রেতা সাবধান (caveat emptor) নীতি প্রযোজ্য হবে। এর দ্বারা আরও বোঝাবে যে, দরদাতা নিলামের সময় প্রচলিত শর্তাবলী, কোনো সংশোধনী থাকলে তা সহ, মনোযোগ সহকারে পড়েছেন। একবার দর দেওয়া হয়ে গেলে কোনো আপত্তি বা অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। কোনো অসঙ্গতির ক্ষেত্রে, বিজ্ঞপ্তির ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণ্য হিসেবে গণ্য হবে।
অনলাইন নিলামটি ২৩.০৪.২০২৬ তারিখে আইএসটি অনুযায়ী দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতা নিলাম প্রক্রিয়ায় অনলাইন অংশগ্রহণ এবং অন্য যেকোনো তথ্যের জন্য **ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লি. (অকশন টাইগার), যোগাযোগ ৯০২৩৭২৪৭৮০/৬৩৫১৮৯৬৬৪০ অথবা ইমেল আইডি egold@auctiontiger.net এর সাথে যোগাযোগ করবেন।।**

তারিখ : ০৭.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

তৃণমূলের পোস্টার ছেঁড়া নিয়ে গন্ডগোল

বিজেপি কর্মীকে কেটে ফেলার হুমকি কাঁকসার তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাতের অন্ধকারে কে বা কারা নিত্যদিন গ্রামে লাগানো তৃণমূলের ব্যানার, পোস্টার ছিঁড়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় বিজেপির দিকেই সন্দেহ জাগে তৃণমূলের। এই নিয়ে দুই দলের কর্মীরা বচসায় জড়িয়ে পড়ে। এরপরেই কাঁকসার এক তৃণমূল নেতা, বিজেপির এক নেতাকে 'কেটে ফেলার' হুমকি দিয়ে বসেন বলে অভিযোগ। তৃণমূল নেতার এই হুমকির পরেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এলাজায় উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ। জানা গিয়েছে, সোমবার দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার কাঁকসার বাঁশকোপা এলাকায় তৃণমূলের দলীয় পতাকা ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। তারপরেই এলাকার বিজেপি কর্মী দিলীপ কুমার রায়কে ডেকে পাঠায় তৃণমূল কর্মীরা। ডাকার পরেও তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে দেখা না করায়, দলবল নিয়ে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে পৌঁছায় এলাকার তৃণমূল নেতা পান্না ঘোষ ও তার দলবল। তারপরেই শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে বচসা। এরপরেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকায়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিলেও, পরে একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়। সেই ভিডিওতে দেখা যায়, পান্না ঘোষের সঙ্গে চরম বাকবিতণ্ডা চলছে বিজেপি কর্মী দিলীপ রায়ের। তখনই তৃণমূল নেতা পান্না ঘোষ বিজেপি কর্মীকে হুমকি দিয়ে বলে, 'তোকে কেটে দেব।' এই ঘটনার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে বিজেপি কর্মীরা। দিলীপ রায়ের অভিযোগ, 'আমি ব্যানার ছেঁড়ার কথা অস্বীকার করলে বেশ কিছু তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে আমার ঘরে চড়াও হয় পান্না। আমাকে কেটে দেওয়ার হুমকি দেয়। আমি এবং আমার পরিবারের সকলেই এই ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে রয়েছে।' যদিও এই ঘটনায় পাল্টা তৃণমূল নেতা পান্না ঘোষের অভিযোগ, 'রামনবমীর দিনে এলাকায় তৃণমূলে পতাকা ব্যানার সব ছিঁড়ে দিয়েছিল বিজেপি। রবিবার রাতেও একই ঘটনা ঘটিয়েছে দিলীপ রায় ও তার দলবল। আমরা শুধু ফোন করে ওনাকে বলেছিলাম এরকম কেন করছে। তখন হুমকি দিয়ে দিলীপ বলে বেশ করেছি। আমরা পুলিশকে ডেকেছিলাম। পুলিশ বলতে পারবে কে কাকে হুমকি দিয়েছে।' সমালোচনায় সরব হয়ে দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তোলেন, 'এরকম ঘটনা ঘটে গেল তারপরেও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কেন আনা হল না। আমরা কাঁকসা থানার ইনচার্জের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব নির্বাচন কমিশনের কাছে।'

এনএসজি লেখা ট্র্যাকসুট পরে প্রচার, বিতর্কে বিজেপি প্রার্থী দীপাঞ্জন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দেশের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় নিরাপত্তা সংস্থা, এনএসজি-র প্রাক্তন কম্যান্ডো তিনি। ভোট এসে গিয়েছে। অভিনবত্ব আনতে গায়ে কালো রঙের 'এনএসজি' লেখা ট্র্যাকসুট পরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোট চাইতে দেখা গেল উত্তরপাড়ার বিজেপি প্রার্থী দীপাঞ্জন চক্রবর্তীকে। অভিযোগ, প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে শুধু তাঁর এনএসজি-র পোশাক নয়, তুলে ধরা হচ্ছে তাঁর একাধিক 'এনকাউন্টার'-এর অভিজ্ঞতাও। আর প্রচারে এই এনএসজি-র ব্যবহার ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। কড়া সমালোচনায় সরব তৃণমূল। এনএসজি-র মতো দেশের শীর্ষ স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনীর নাম লেখা পোশাক পরে আদৌ নির্বাচনী প্রচার করা যায় কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তরপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোপ, 'বিজেপি যে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সি বা বাহিনীগুলিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে, এটা তারই প্রমাণ। ইডি, সিবিআই-এর পরে এবার তারা এনএসজি-কেও ভোটের ময়দানে টেনে আনছে।' তৃণমূলের অভিযোগের পাল্টা জবাব দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, 'উনি তো আইনজীবী, পারলে আইনি ব্যবস্থা নিন। ওটা সেনার কোনও আসল ইউনিফর্ম নয়, নিছকই একটি এনএসজি'র ট্র্যাকসুট।' কিংবদন্তি ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, 'ধোনিও এই ধরনের ট্র্যাকসুট পরেন'। কিন্তু তা পরে কি কোনও বিশেষ দলের হয়ে নির্বাচনী প্রচার করা যায়? উত্তরপাড়ার নির্বাচনী কেন্দ্রে এখন চর্চা চলছে এই নিয়েই।

ভাতারে তৃণমূল ও বিজেপি সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার ব্লকের মঞ্জুলা গ্রামে সংঘর্ষে জড়াল শাসক দল তৃণমূল ও বিজেপি। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার বিকেলে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয় ভাতার থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, এদিন বিজেপি প্রার্থী সৌমেন কার্ফা, নিত্যানন্দপুর অঞ্চলের মঞ্জুলা গ্রামে নির্বাচনী প্রচারে যান। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, তাঁদের প্রার্থীর ব্যানারের পাশেই বিজেপি কর্মীরা ব্যানার লাগাতে গেলে বাধা দেওয়ায় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুদীপ মণ্ডলকে মারধর করেন বিজেপি প্রার্থী-সহ কর্মীরা। অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী সৌমেন কার্ফার পাল্টা অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাই তাঁদের প্রচার মিছিল লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছুড়েছে। ভাতার ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জানান, 'ওই সময় তাদের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র যুব সভাপতি উপস্থিত ছিলেন, অন্য কোনও কর্মী ছিল না। সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। ব্যানার লাগাতে বাধা দেওয়াতেই তাঁকে মারধর করা হয়।' এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি এলাকায় পরিবেশ শান্ত রাখতে মোতায়েন থাকে পুলিশ কর্মীরা।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN : L45209WB1924PLC004969
রেজিঃ অফিস : 'সিমপ্লেক্স হাউজ', ২৭, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০১৭
ফোন: + ৯১ ০৩৩ ২৩০১ ১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৯ ১৪৬৮
ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া তাদের ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 ("সার্কুলার") এর মাধ্যমে "ভৌত সিকিউরিটিজ স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো" তৈরির ব্যবস্থা করেছে এবং সেই অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি/ক্রয়কৃত সকল ভৌত শেয়ার, যার মধ্যে রয়েছে যেগুলো ভৌত স্থানান্তর পদ্ধতি বন্ধ করার আগে, অর্থাৎ ১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে স্থানান্তরের জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্রের ঘাটতির কারণে কোম্পানি/আরটিএ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং এই ধরনের ট্রান্সফার ডিড পুনর্নথিভুক্তির জন্য নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ, অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখে বা তার আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পুনর্নথিভুক্ত করতে হয়েছিল; ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের বিশেষ সময়সীমার মধ্যে কোম্পানি/আরটিএ-তে একই জিনিস জমা/পুনরায় জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। তবে, সকল ক্ষেত্রেই, দাবিদারদের কাছে মূল নিরাপত্তা শংসাপত্র থাকতে হবে এবং উক্ত শেয়ারগুলি কোনও কারণে বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তর করা উচিত নয়। অধিকন্তু, একবার স্থানান্তরিত সিকিউরিটিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে কেবলমাত্র ডিম্যাট মোডে হস্তান্তরকারীর কাছে জমা হবে এবং স্থানান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন থাকবে এবং উক্ত লক-ইন সময়কালে এই ধরণের সিকিউরিটিগুলি স্থানান্তর /বিকল্প ব্যবস্থা/ বন্ধক রাখা হবে না।
আরও তথ্যের জন্য আপনি কোম্পানির কোম্পানি সচিব অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন :

যোগাযোগের ঠিকানা	
সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড, "সিমপ্লেক্স হাউস" ২৭, শেক্সপিয়র সরণি কলকাতা -৭০০০১৭ ফোন (০৩৩) ২৩০১১২১৫/২১৬/১৬০০ ইমেল : secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com	মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড ৩৮৩, লেক গার্ডেনস, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০৪৫ ফোন (০৩৩) ৪০৭২৪০৫১/৫২ ফ্যাক্স (০৩৩) ৪০৭২৪০৫০ ইমেল mcssta@rediffmail.com/ mcssta2012@gmail.com

সার্কুলারের একটি কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com-এও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বি. এল. বাজোরিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
M. No. F3020

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৬.০৪.২০২৬

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪ [রুল-৮(১)]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাদের অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, তাদের নামে উল্লিখিত তারিখের বিরুদ্ধে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে, উক্ত বিধিমালার নিয়ম ৮ এর সাথে পঠিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণদের বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া চার্জ প্রযোজ্য হবে, যার পরিমাণ এবং সুদের জন্য।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা লোন অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা :** **১) শ্রীমতি তারা দেবী হেলা প্রয়াত রাজু হেলা এর মাতা এবং আইনি উত্তারধিকারী,** **ঠিকানা :** পি-২৭ এম, সি পি টি ওল্ড কোয়ার্টার, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, শ্মশান ঘাটের নিকট, কলকাতা-৭০০০০৬। **২) শ্রীমতি আশা হেলা প্রয়াত রাজু হেলার স্ত্রী এবং আইনি উত্তারাধিকারী।** **ঠিকানা :** পি-২৭ এম, সি পি টি ওল্ড কোয়ার্টার, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, শ্মশান ঘাটের নিকট, কলকাতা-৭০০০০৬। **৩) মাস্টার প্রিয়াংশু হেলা আইনি উত্তরাধিকারী এবং পিতা প্রয়াত রাজু হেলা** (অপ্রাপ্ত বয়স্ক -আইনি অভিভাবক শ্রীমতি আশা হেলা) **ঠিকানা :** পি-২৭ এম, সি পি টি ওল্ড কোয়ার্টার, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, শ্মশান ঘাটের নিকট, কলকাতা-৭০০০০৬। **লোন অ্যাকাউন্ট নং :** **৩৮৩৪৬৫৮৭৬৯৫ (এইচবিএল)** **এবং** **৪১৪৯৫৫২৯৯৯৮ (হোম টপ আপ),** **শাখার নাম : আরএসিপিসি রাজারহাট**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪/২, চতুর্থতলে, মোজাইক মেঝে, লিফট ব্যতীত, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪০০ বর্গফুট, ১ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ব্যালকনি এবং জমির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং সকলের ব্যবহারের পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ ভবনের পরিচিতি **"দিশা অ্যাপার্টমেন্ট"**, অবস্থিত মৌজা- জ্যাঙ্গরা, জেএল নং ১৬, পরগনা-কলিকাতা, আরএস নং ১১৪, তৌজি নং ৩০২৭, সিএস খতিয়ান নং ১১২, আরএস খতিয়ান নং ১২৮, সিএস দাগ নং ১২৮৬, আরএস দাগ নং ১৩২৪, হাজারহাট গোপালপুর পুরসভা বর্তমানে বিধাননগর পৌর সংস্থা হোল্ডিং নং আরজিএম ৮/২০০১, জ্যাঙ্গরা হাতিয়ারা হোড, থানা : রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **দলিল নং ১৫২৩০৩৬৪২,** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৫২৩-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৪০১৫২ থেকে ১৪০১৮৬ -২০১৯ সালের, এডিএসআরও বিধাননগর সল্ট লেক সিটি বর্তমানে রাজারহাট জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তি **রাজু হেলা** পিতা হেরিলাল হেলা এর নামে। **ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : নিমাই চন্দ্র ঘোষ। দক্ষিণে : আরএস দাগ নং ১৩২৪ (অংশ)। পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া রোড এবং হাতিয়ারা রোড। পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ১৩২৪ (অংশ)।	**১) ১৪.০১.২০২৬** **২) ০৪.০৪.২০২৬** **৩) ১০,৮৭,৩১১.০৩ টাকা (দশ লাখ সাতাশি হাজার তিনশ এগার টাকা এবং তিন পয়সা) টাকা ১৪.০১.২০২৬ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ
২.	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রীমতি ইলা বোস** স্বামী সমরেন্দ্র মোহন বোস। **এবং** **সংযুক্তা বোস** পিতা সমরেন্দ্র মোহন বোস, **ঠিকানা :** ৩১, হরমোহন ঘোষ লেন, থানা বেলিয়াঘাটা, কলকাতা- ৭০০০৮৫। **লোন অ্যাকাউন্ট নং :** **৬৭৩৮৫৪৪৪২৭০ (এইচবিএল)** **শাখার নাম : আরএসিপিসি রাজারহাট**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট অবস্থিত একতলায় পশ্চিম উত্তর কোনে সম্পত্তির পরিমাপ ৬৮৫ বর্গফুট (কমবেশি), ৩ বেড রুম, এক ডাইনিং রুম, এক কিচেন, ২ বাথ এবং প্রিভি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং যথাযথ ভাগ অংশ জমির স্বার্থ উক্ত ভবনে প্রেমিসেস নং ৩১, হরমোহন ঘোষ লোন, কলকাতা -৭০০০৮৫, ওয়ার্ড নং ৩৫, থানা : বেলিয়াঘাটা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। উক্ত ফ্ল্যাট মোট জমি পরিমাপ আনুমানিক ৪ কাঠা এবং তদস্থিত তিনতলা ভবনে অবস্থিত। নির্মিত হোল্ডিং নং ৭৭/৭৮, বর্তমান প্রেমিসেস নং ৩১, হরমোহন ঘোষ লেন,কলকাতা- ৭০০০৮৫, থানা : বেলিয়াঘাটা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সাব ডিভিশন -১৩, ডিভিশন নং ৩, স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৩, পৃষ্ঠা ৭৩৯৯ থেকে ৭৪৩৯, **দলিল নং ০৩৪২৭ - ২০০৩ সালের,** সম্পত্তি **শ্রীমতি ইলা বোস,** স্বামী সমরেন্দ্র মোহন বোসের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৩০/১এ,৩০/১৮ এবং ৩০/১সি, হরমোহন ঘোষ লেন। দক্ষিণে : ৩১/১ , হরমোহন ঘোষ লেন। পূর্বে : সিএমসি এর সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : হরমোহন ঘোষ লেন সড়ক।	**১) ২১.০১.২০২৬** **২) ০৪.০৪.২০২৬** **৩) ৩,৬৯,৮৪২.৩৯ টাকা (তিন লাখ উনসত্তর হাজার আটশ বিয়াল্লিশ টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা) টাকা ২১.০১.২০২৬ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত অধার্য সুদ সহ পরবর্তী সুদ, খরচ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ

দ্রষ্টব্য - ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কোনও কারণে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এই নোটিশ না পেয়ে থাকলে, এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে মান্য করতে হবে।

তারিখ - ০৪.০৪.২০২৬
স্থান - রাজারহাট
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ঘর ওয়াপসি, বিজেপি নেতার তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: তৃণমূলের ঘরের ছেলে বিজেপি থেকে তৃণমূলে ফিরলেন ফিরোজ কামাল গাজী ওরফে বাবু মাস্টার। ২১শে বিধানসভা নির্বাচনে আগে তৃণমূল কংগ্রেসে টিকিট না পেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মেদিনীপুরের সভায় যোগদান করেছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মধ্যক্ষ ফিরোজ কামাল গাজী ওরফে বাবু মাস্টার। দলের একাংশে বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখিয়ে ও একুশের বিধানসভা নির্বাচনের দল প্রার্থী না করায় রাগে, অভিমানে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। আবার ২০২৬ সালে ঠিক পাঁচ বছর পর ঘরে ফিরলেন। বিধানসভা নির্বাচনের তৃণমূলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বসিরহাট প্রান্তিক মাঠের পাশে সেখানে ফিরোজ কামাল গাজীর হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন বসিরহাট তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরজিৎ মিত্র, শমীক রায় অধিকারী, অভিষেক মজুমদার-সহ নেতৃত্বরা। এদিন তৃণমূলে যোগদান করান আগামী দিনে উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমায় তৃণমূলের শক্তি যে আরও বৃদ্ধি পেল তা এদিন যোগদানের মধ্য দিয়ে সেই বার্তা পৌঁছে গেল রাজনৈতিক মহলে। ফিরোজ কামাল গাজী বলেন, 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছি ভালো লাগছে। দলের জন্য কাজকর্ম করব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদর্শে অনুপ্রেরিত হয়ে আবার নতুন করে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে নিলাম। মানুষের হয়ে যেন কাজ করতে পারি। ভুল বুঝে গিয়েছিলাম, তাই আবার ঘরে ফিরলাম।'

শুভেন্দুর নেতৃত্বে কৃষ্ণনগরে প্রার্থীদের শক্তির প্রদর্শন

বর্ণাঢ্য মিছিলে মনোনয়ন পেশ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: লোকসভা নির্বাচনের দামামা বাজতেই নদিয়া জেলায় রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। সোমবার বিকেলে কৃষ্ণনগরের রাজপথে কার্যত শক্তির আস্ফালন দেখাল বিজেপি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে এদিন নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। বিশাল জনসমাগম এবং বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে এদিন শহর জুড়ে ব্যাপক উন্মাদনা চোখে পড়ে। এদিন কৃষ্ণনগরের 'চ্যালেঞ্জ মোড়' এলাকায় প্রথমে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল বিজেপির তরফে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী-সহ দলের জেলা নেতৃত্ব। কৃষ্ণনগর উত্তর, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া এবং চাপড়া এই পাঁচ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে সমবেত হন। পথসভা শেষে শুরু হয় এক বিশাল মিছিল। দলীয় পতাকা, ফেস্টুন এবং স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি। মিছিলের অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দেন খোদ শুভেন্দু অধিকারী। কর্মী-সমর্থকদের ভিড় এতটাই বেশি ছিল যে শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা সামাল দিতে পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। শহর পরিক্রমা শেষে মিছিলটি কৃষ্ণনগর মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে পৌঁছায়। সেখানে শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে একে একে পাঁচ প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র পেশ করেন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মীদের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে, এদিনের ভিড় তারই প্রমাণ বলে দাবি করছে গেরুয়া শিবির। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে নদিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে নিজেদের জনভিত্তি পরখ করে নিতেই এই জমায়েতকে বড় আকার দিয়েছিল বিজেপি। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশ্যে জয়ের সংকল্প নিয়ে লড়াইয়ের বার্তা দেন নেতৃত্ব।

কল্যাণের আচরণ রাজনৈতিক পরিবেশ নষ্ট করছে, দাবি বাঁকুড়া জেলা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার তৃণমূল ভবনে দলীয় কর্মীসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নাম করে যে কুরুচির মন্তব্য সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, তার প্রভাবে জেলা রাজনীতি উত্তাল। কল্যাণের আচরন বাঁকুড়ার সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিবেশ নষ্ট করছে বলে অভিযোগ বিজেপির। এই আবহে শাসকদলের প্রার্থীদের সঙ্গে বিরোধী দলের প্রার্থীরা কুশল বিনিময়ও এড়িয়ে চলছেন। রবিবার ওন্দা বাজারে সবজি কিনতে গিয়েছিলেন ওন্দা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত দত্ত ওরফে গোপে। অন্যদিকে সেই সময় দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে ভোট প্রচার করছিলেন সেখানকার বিদায়ী বিধায়ক তথা বর্তমান বিজেপি প্রার্থী অমরনাথ শাখা। অমরনাথবাবুকে দেখে করজোড়ে কুশল বিনিময় করতে এগিয়ে আসেন তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত দত্ত। তিনি নমস্কার জানিয়ে, বলেছিলেন 'বেস্ট অফ লাক'। অমরবাবু করমর্দন করেন, কিন্তু কোন মন্তব্য না করেই এগিয়ে যান। অমর বাবু কোন প্রত্যুত্তরে শুভেচ্ছা বার্তা জানান নি! এনিয়ে আক্ষেপ চেপে রাখতে পারেননি তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত দত্ত। তবে এপ্রসঙ্গে অমরনাথ বাবু তার ঘনিষ্ঠ মহলে জানান, যে দলের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ, বিরোধীদল নেতা শুভেন্দু অধিকারী ও দলের নেতা শমীক ভট্টাচার্যকে যে কুরুচি ভাষায় বেলাগাম আক্রমণ করছে, তাতে তৃণমূলের কারোর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে মন সায় দেয় না।'এদিকে কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়ের বক্তব্য ঘিরে উত্তাল রাজনীতি। কল্যানবাবু আমতা আমতা করে পিছু হঠতে শুরু করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিতর্কিত মন্তব্যে বিজেপির বক্তব্য, 'এই মন্তব্য প্ররোচনামূলক, হিংসাত্মক, অবমাননাকর।' এই অভিযোগ করে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থও হয়েছে বিজেপি। অন্যদিকে, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, বিজেপির নেতারা সবাই অবাঙালি। তাই বাংলায় কৌতুক তাঁদের বোঝার ক্ষমতা নেই। তিনি কৌতুক করেছেন মাত্র। কল্যাণবাবু আরও বলেন, 'খেলা শেষে ফলাফল বেরোলে বিজেপির প্রথম সৈনিককে আমার একটু আবির মাখানোর ইচ্ছে হবে। ওরা জিতলে আমাকে একটু আবির মাখানোর ইচ্ছে ওদেরও হবে। এতে নতুন কী আছে।' তিনি আরও বলেন, 'পানিহাটির বিজেপি প্রার্থীর একটি ভিডিয়োতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুন করা ও নর্দমার মধ্যে ফেলে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এবিষয়ে তিনিও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। এটা হয়েই থাকে।'

উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রচারে বেরিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপি নেতাদের উদ্দেশে বেলাগাম মন্তব্য করেন কল্যাণ। কল্যাণ বলেছেন, 'আগামী ৪ মে আপনাকে সবুজ আবির মাখাব। ১৫ দিন কেন, ১৫ মাস থাকুন। আপনার দাদাগিরি খতম করে দেব।' এই কথা বলতে গিয়ে কল্যাণ এরকম কিছু শব্দ ব্যবহার করেন যা কুরুচিকর। এই ধরনের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছে বিজেপি। রবিবার নির্বাচন কমিশনকে একটি চিঠি দিয়েছে বিজেপি। সেখানে এক্স হ্যান্ডেলের লিঙ্কও 'এমবেড' করা হয়েছে। যে লিঙ্কে ক্লিক করলে কল্যাণের বিতর্কিত মন্তব্যের ফুটেজ দেখা যাচ্ছে। বিজেপি তাতে লিখেছেন, 'এটা দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশে তৃণমূলের একজন সাংসদের মুখের ভাষা। এটা তৃণমূলের সংস্কৃতিকেই তুলে ধরছে।'

উন্নয়নের বার্তা নিয়ে মনোনয়ন আরামবাগের তিন তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার রাজনৈতিক মহলে সোমবার ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এদিন মহকুমার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে তিনটি আসনের তৃণমূল প্রার্থীরা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে মনোনয়ন জমা দেন। আরামবাগ, গোঘাট ও খানাকুল এই তিন কেন্দ্রেই সকাল থেকেই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছাস ছিল চোখে পড়ার মতো। শোভাযাত্রায় ছিল দলীয় পতাকা, ব্যানার, স্লোগান এবং ঢাকের বাদ্য, যা গোটা এলাকা জুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি করে। আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মিতা বাগ মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে একটি বড় মিছিল করেন। মিছিলে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক অংশ নেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর তিনি বলেন, 'আরামবাগের মানুষ উন্নয়নের পক্ষে। গত কয়েক বছরে যে কাজ হয়েছে, তা মানুষের সামনে স্পষ্ট। আমি আশাবাদী, মানুষ আবারও আমাদের উপর ভরসা রাখবেন এবং উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবেন।' পাশাপাশি তিনি আরও জানান, এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং মহিলাদের স্বনির্ভরতার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। গোঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ নির্মল মাঝিও একইভাবে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রা করে মনোনয়ন জমা দেন। তিনি বলেন, 'গোঘাটে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও গ্রামীণ উন্নয়নকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি। আগামী দিনে আরও বেশি করে মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে চাই। বিরোধীরা শুধু অভিযোগ করে, কিন্তু আমরা কাজ করে দেখিয়েছি।' তিনি দাবি করেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগই তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি। অন্যদিকে, খানাকুল বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পলাশ রায় মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর বলেন, 'খানাকুলের মানুষ সবসময় উন্নয়নমুখী রাজনীতিকে সমর্থন করেছেন। আমরা সেই বিশ্বাসকে সম্মান জানিয়ে কাজ করে চলেছি। আগামী দিনে শিক্ষা, কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আরও জোর দেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, কর্মী-সমর্থকদের এই বিপুল উপস্থিতি প্রমাণ করে যে মানুষ তৃণমূলের পাশেই রয়েছে। তবে এদিন পুরশুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ হাজারি মনোনয়ন জমা দেননি, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কিছুটা জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তিনি মনোনয়ন জমা দেবেন। সব মিলিয়ে, তিন প্রার্থীর মনোনয়ন জমা ঘিরে আরামবাগ মহকুমায় তৃণমূলের শক্তিপ্রদর্শন স্পষ্ট হয়েছে। এখন দেখার, আসন্ন নির্বাচনে এই উদ্দীপনা কতটা ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হয়।

প্রচারে বৃদ্ধের আবেগী বার্তায় আপ্লুত নরেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকায় ভোটের হাওয়া এখন তুঙ্গে। আট থেকে আশি সব বয়সের মানুষের ঢল নেমেছে তাঁর মিছিলে। তবে সবথেকে বেশি নজর কেড়েছে ৮৫ বছর বয়সি এক বৃদ্ধের বক্তব্য। বয়সের ভারে শরীর নুইয়ে পড়লেও, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে তাঁর কণ্ঠ ছিল আজ অত্যন্ত জোরালো। সোমবার পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় যখন তৃণমূল প্রার্থীর জনজোয়ার আছড়ে পড়ছে, ঠিক তখনই দেখা মিলল চন্দ্র মোহন চ্যাটার্জির। বয়স ৮৫-র কোটায়, কিন্তু উৎসাহে তিনি যেন টগবগে তরুণ। প্রার্থীর কাজের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি জানালেন, তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। বৃদ্ধের বক্তব্য, 'খুব ভালো লাগলো! এমন ভালো লাগা আর লাগবে বলে মনে হয় না। এমএলএ ভোটে জয়জয়কার হবেই, আমি চাই জয়জয়কার হোক। আর উনি যা কাজ করেছেন, এই কাজের কোনও জবাব নেই। চাওয়া-পাওয়া তো সবই মিটেছে, একে একে সবই হচ্ছে। এখন শুধু ঘরে ঘরে জল সাপ্লাইটা বাকি, সেটারও পাইপ লেআউট হয়ে গেছে। সব কাজই হয়ে গেছে।' বৃদ্ধের এমন চিন্তাভাবনায় আপ্লুত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

দেশে প্রতিটি সন্তান জন্ম নিচ্ছে ৮০ হাজার টাকা দেনা নিয়ে: তরুণ গাঙ্গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: 'আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ৮ লক্ষ কোটি টাকা বাংলার দেনা। তার সাথে সাথে কেন্দ্রের দেনাও ২ লক্ষ ৫৫ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং সন্তান জন্ম নিচ্ছে ৮০ হাজার টাকা ঋণ মাথায় নিয়ে।' সোমবারের নির্বাচনী প্রচার থেকে এমনই মন্তব্য করে রাজ্য ও কেন্দ্রকে একহাত নিলেন জামুড়িয়ার কংগ্রেস প্রার্থী তরুণ গাঙ্গুলি। সোমবার জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শ্যামলা অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে আসেন জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তরুণ গাঙ্গুলি। এদিন পায়ে হেঁটে কংগ্রেস প্রার্থী তরুণ গাঙ্গুলি শ্যামলা অঞ্চলের প্রতিটি গ্রামে নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগ সারেন। এই সময় প্রার্থীর সঙ্গে প্রচারে অংশগ্রহণ করেন কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা ভক্তিপদ চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে। প্রচার শেষে প্রার্থী তরুণ গাঙ্গুলি সাংবাদিকদের জানান, 'আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাংলার মাথায় রয়েছে ৮ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ, অন্যদিকে কেন্দ্র সরকারও ঋণে জর্জরিত।

একটি শিশু যে কিছুই জানে না সে জন্মগ্রহণ করছে ৮০ হাজার টাকা ঋণ মাথায় নিয়ে।' পাশাপাশি তিনি এও বলেন,'বিগত কয়েক বছরে কর্মসংস্থানের অভাবে বেড়েছে বেকারত্বের সংখ্যা। বিগত সরকারের এই বঞ্চনায় মানুষ আজ দ্বিধাগ্রস্ত। তারা চাইছে পরিবর্তন। প্রার্থীর কথায় আজ জামুড়িয়া বিধানসভার শ্যামলা অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে এসে মানুষের ভালোই সারা পেলাম।'

কোন রাজনৈতিক জমায়েত বা বড় কোনও স্টেশন নয়। সিউড়ি ডিআরডিসি হলের সামনে নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য সাধারণ মানুষের লাইন।

উৎসবের মেজাজে মনোনয়ন জমা দিলেন মন্তেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: মেঘলা আবহাওয়ায় মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী সৈকত পাঁজা মনোনয়নপত্র জমা দেন কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তরে। আর এই ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হয় উৎসব মুখর পরিবেশ। সোমবার সকালে তাসা ও ডিজের তালে তালে বিশাল মিছিল নিয়ে কালনা এসডিও অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দেন সৈকত পাঁজা। তাঁর সঙ্গে পা মেলান অসংখ্য দলীয় নেতা কর্মী ও সমর্থকরা।

মিছিল জুড়ে ছিল গেরুয়া পতাকা আর স্লোগান। সেই সঙ্গে ছিল সকল কর্মীদের উচ্ছাস। কালনা শহরের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে এই বর্ণাঢ্য মিছিল পৌঁছায় কালনা এসডিও অফিসে। সেখানেই মনোনয়নপত্র দাখিল করেন বিজেপি প্রার্থী। সৈকত পাঁজার দাবি, সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ নিয়েই এই নির্বাচনে লড়াইয়ে নেমেছেন। জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তিনি। মানুষ এবার বিজেপিকেই ভোট দেবে, কারণ গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন মানুষ তাঁকে দুই হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। এর থেকে বিষয়টা স্পষ্ট মানুষ বিজেপিকেই চাইছে।

ভোটার লিস্টে নাম বাতিলে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর অঞ্চলের পাথার মাধাইপুর গ্রামে এক ব্যক্তি বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দুরে ফাঁকা মাঠে ইলেকট্রিক পোলে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন। যদিও মৃত ব্যক্তির পরিবারের দাবি, এসআইআর-এর ভোটার লিস্টে নাম বাদ যাওয়ায় মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত আত্মঘাতী ব্যক্তির নাম কাবিল শেখ (৩৭)। তাঁর পরিবারে স্ত্রী বুলবুলি খাতুন-সহ সাত বছরের ছেলে এবং চার বছরের এক মেয়ে রয়েছে। কাবিল পেশায় একজন কৃষক ছিলেন। নিজের জমিতে কৃষিকাজ করতেন। আত্মঘাতী ব্যক্তির দাদা মিরাজুল হক জানান, যখন থেকে ভোটার লিস্টে বিচারাধীনে নাম ছিল তখন থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি এবং শনিবার ফাইনাল লিস্ট বেরোলে তাঁর পরিবারের চার ভাইয়ের নাম বাদ চলে যায় এবং রবিবার রাত থেকেই তিনি বাড়ি ফেরেননি, সোমবার সকালে বাড়ি ঢিল ছোড়া দূরত্বে ফাঁকা মাঠে ইলেকট্রিক পোলে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায়। মৃতের দাদার অভিযোগ, ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য পুরোপুরি দায়ী নির্বাচন কমিশন। কারণ, ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ গিয়েছিল ভাইয়ের। তাঁর জন্যই ওকে এরকম মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তার আত্মহত্যার ফলে পুরো পরিবারটাই ভেসে গেল।

চাঁপদানি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অরিন্দম গুই মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন শ্রীরামপুর এসডিও অফিসে।

বালুরঘাটে কর্মবিরতিতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের নিরাপত্তারক্ষীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দীর্ঘ ১১ মাস ধরে বেতন না পাওয়ার অভিযোগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে কর্মবিরতি শুরু করলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর বা পিএইচই-র নিরাপত্তারক্ষীরা। সোমবার বালুঘাটের একটি সরকারি দপ্তরের সামনে বিশাল ব্যানার টাঙিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন কর্মীরা। বকেয়া বেতন মেটানো এবং নিয়মিত বেতনের দাবিতে শুরু হওয়া এই আন্দোলনের জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

'অল পিএইচই সিকিউরিটি গার্ড'-এর ব্যানারে এদিন বিক্ষোভে সামিল হন কয়েক ডজন নিরাপত্তারক্ষী। তাঁদের অভিযোগ, বিগত প্রায় এক বছর ধরে তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না। বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। অভাব-অনটনের মাঝেও তাঁরা ধৈর্য্য ধরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এখন পরিস্থিতি সহ্যের বাইরে চলে যাওয়ায় তাঁরা কর্মবিরতির পথ বেছে নিয়েছেন।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, পরিবারের ভরণপোষণ চালানো এখন তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধারদেনা করে কোনোমতে দিন কাটছে। এদিকে, দীর্ঘ সময় ধরে এই বিক্ষোভ চললেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনো সদর্থক বার্তা পাওয়া যায়নি। কর্মবিরতির জেরে ওই দপ্তরের নিয়মিত ও জরুরি পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আন্দোলনকারীরা সাফ জানিয়েছেন, বকেয়া বেতনের লিখিত আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের এই লড়াই জারি থাকবে।

দুর্গাপুরে তৃণমূলের দেওয়াল লিখনে কাদা ছোটানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে ভোটের আবহে আবারও রাজনৈতিক উত্তেজনা। এক নম্বর ওয়ার্ডের রঘুনাথপুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের দেওয়াল লিখনে কাদা লাগানো ও পোস্টারে রং লাগানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তৃণমূলের দাবি, পরিকল্পিতভাবেই তাঁদের প্রচার নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। অভিযোগ, রাতে অন্ধকারে বেছে বেছে দলীয় দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়া হচ্ছে, কাদা লেপে দেওয়া হচ্ছে, এমনকি পতাকা ও ব্যানারও ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। এক নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি রাজিব ঘোষ বলেন, 'দিনের বেলায় এই ধরনের কাজ করার সাহস বিরোধীদের নেই, তাই রাতের অন্ধকারে কাপুরুষের মতো এসব করা হচ্ছে।' তবে তিনি দাবি করেন, এতে কোনও লাভ হবে না, কারণ মানুষ এখনও তৃণমূলের পাশেই রয়েছে। অন্যদিকে, অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে বিজেপি। দুর্গাপুর পূর্ব কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা দাবি করেন, 'তৃণমূলই নিজেদের সহানুভূতি আদায়ের জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে।' তাঁর কথায়, বিজেপি এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে না এবং সাধারণ মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করছে বলেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

সেইসিনকাই সিতো-রিউ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে জয়জয়কার বর্ধমানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফেডারেশনের রেফারি হানসি প্রেমজিৎ সেনের তত্ত্বাবধানে এবং সেইসিনকাই সিতো-রিউ ক্যারাটে-ডো এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের পরিচালনায় '৫ম ওয়েস্ট বেঙ্গল সেইসিনকাই সিতো-রিউ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬' গত ৪ ও ৫ এপ্রিল হাওড়ার রামরাজাতলার কথাকলি ব্যাঙ্কোয়েটে অনুষ্ঠিত হল।

রাজ্যের প্রায় দেড় হাজার ক্যারাটেকা এখানে অংশগ্রহণ করে। দ্য মার্শাল আর্টস একাডেমি সেইসিনকাই পূর্ব বর্ধমানের প্রধান প্রশিক্ষক রেনসি দেবাশিস কুমার মণ্ডল জানান, 'সংস্থা থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলার হয়ে মোট ১৪ জন অংশগ্রহণ করে মোট ১৮ টি পদক ৭ সোনা, ২ রুপো ও ৯ ব্রোন্জ জয়লাভ করেছে।' অয়ন্তিকা সাহা ১০ বছরের ৩৫ কেজি মহিলা কুমিতে বিভাগে এবং বৈদ্যুতি মণ্ডল ১২ বছরের মহিলা কাতা বিভাগে স্বর্ণ পদক জেতার পাশাপাশি 'চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নস' খেতাব অর্জন করেছে। উল্লেখ্য, চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নস শিরোপাধারীরা আসন্ন রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতার জন্য বিশেষ স্পনসরশিপ লাভ করবে। এছাড়া, অন্বয় খাঁ, লগ্নজিতা খাঁ, স্নেহাশ্রী দাস এবং মেঘনা রায় একটি করে স্বর্ণপদক জয়লাভ করেছে। এর পাশাপাশি, ইশানি গুপ্তা, প্রোমা খাঁ, শ্রেয়সী ঘোষ, প্রত্যুষা পাল, রানা বাগ এবং সায়ন দাস পদক জয় করে সাফল্যের তালিকায় নাম লিখিয়েছে। জেলা ক্যারাটে খেলোয়াড়দের এই সাফল্যের খবরে সকলে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে দিল্লির বিধানসভা চত্বরে ঢুকল গাড়ি

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল: নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে দিল্লির বিধানসভা ভবন চত্বরে ঢুকে পড়ল গাড়ি। সোমবার দুপুরে বিধানসভার ২ নম্বর গেটের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে ভিতরে ঢুকে যায় গাড়িটি। জানা গিয়েছে, গাড়িটির নম্বরপ্লেট ছিল উত্তরপ্রদেশের। এবং চালক মুখে মাস্ক পরে ছিলেন। তবে কী উদ্দেশ্যে তিনি গাড়ি নিয়ে বিধানসভা চত্বরের ভিতরে প্রবেশ করেন, তা স্পষ্ট নয়।

প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, সোমবার দুপুর ২টো নাগাদ বিধানসভা চত্বরে প্রবেশ করে ওই গাড়িটি। উত্তরপ্রদেশের নম্বর প্লেট দেওয়া ওই গাড়িটি ভিতরে প্রবেশের কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সেখান থেকে চলে যায়। সংবাদমাধ্যমের একাংশের দাবি, বিধানসভা চত্বরে প্রবেশের পরে স্পিকারের গাড়ির দিকে কালিও ছোড়েন ওই চালক। যদিও এ বিষয়ে সরকারি ভাবে কোনও বিবৃতি এখনও পাওয়া যায়নি। দিল্লির সচিবালয়ের এক আধিকারিক পিটিআই-কে জানিয়েছেন, 'চালক বিধানসভার স্পিকার বিজেন্দ্র গুপ্তের অফিসের দিকে এগিয়ে যান। স্পিকারের অফিসের বারান্দার কাছে তিনি একটি ফুলের তোড়া রেখে সেখান থেকে চলে যান।' জানা যাচ্ছে, ওই ঘটনার পর পরই বম্ব স্কোয়াড পৌঁছে যায় ঘটনাস্থলে। ফুলের তোড়াটি পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করেছেন তাঁরা। তবে তাতে এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু মেলেনি বলেই আধিকারিক সূত্রে খবর। হঠাৎ একটি অচেনা গাড়ি এ ভাবে বিধানসভা ভবন চত্বরে ঢুকে পড়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সম্প্রতি দিল্লি বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলাকালীন সেখানে বেশ কয়েক বার বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছিল। বিধানসভা চত্বরে বোমা লুকিয়ে রাখার ভুয়ো তথ্য ছড়ানো হয়েছিল। তার পরে একটি গাড়ি নিরাপত্তা বেষ্টনী পেরিয়ে বিধানসভা ভবন চত্বরে চলে আসায় ফের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

দিল্লির সচিবালয়ের ওই আধিকারিক জানান, এই ঘটনাটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ বৃদ্ধি করেছে। 'নিরাপত্তা ব্যবস্থা লঙ্ঘন' হিসাবেই এই বিষয়টিকে দেখছেন কর্তৃপক্ষ।

ইরানে হামলার দিনক্ষণ ঘোষণা করলেন ট্রাম্প

জয়শংকরকে ফোন ইরানি বিদেশমন্ত্রীর

তেহরান, ৬ এপ্রিল: ইরানে মার্কিন হামলার সময় বেঁধে দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার রাত আটটায় চলবে হামলা। ট্রাম্প জানিয়ে দিয়েছেন, এই সময়ের মধ্যে হরমুজ প্রণালী না খুললে ইরানের আমজনতার উপরে হামলা করবে আমেরিকা। এহেন পরিস্থিতিতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে ফোন করেছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি। তারপরে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গেও আলোচনায় বসেছেন জয়শংকর। সবমিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ক্রমশ আরও জটিল হয়ে উঠছে।

এদিকে, সোমবার থেকেই ইরানের আমজনতার উপর হামলা শুরু হয়েছে বলে খবর। একটি বাসভবনে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে মার্কিন হামলায়। ইরানের শরিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যাস স্টেশনেও হামলা করেছে আমেরিকা। আগামী কয়েকঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধের আরও করাল দৃশ্য দেখতে চলেছে বিশ্ব, আশঙ্কা আন্তর্জাতিক মহলের।

রবিবার রাতে ছাপার অযোগ্য ভাষায় ইরানকে গালিগালাজ করেন ট্রাম্প। ইঙ্গিত দেন, আগামী মঙ্গলবার ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে হামলা চালাবে আমেরিকা। ধ্বংস করা হবে সমস্ত সেতুও। যেহেতু এই এলাকাগুলিতে মূলত আমজনতার বাস, ফলে মার্কিন হামলা ইরানের আমজনতার উপর আছড়ে পড়বে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তারপরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প জানান, মঙ্গলবার রাত আটটায় হামলা হবে। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, বুধবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ। ইতিমধ্যেই ইরানের তরফ থেকে এই মন্তব্যের পালটা দেওয়া হয়েছে। সেদেশের স্পিকার মহম্মদ বাঘের ঘালিবাফ বলেন, এই হুমকিতে ইরান মোটেও ভয় পাবে না। ট্রাম্পের বাক্যবাণের মধ্যেই জয়শংকরকে ফোন করেছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে দু'জনের মধ্যে। এছাড়াও ভারত এবং ইরানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করেছেন। তারপরে কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রধানদের সঙ্গে কথা বলেন জয়শংকর। প্রথম থেকেই যুদ্ধ বন্ধ করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর বার্তা দিয়েছে ভারত। ট্রাম্প ডেডলাইন বেঁধে দেওয়ার পরে ভারতের কূটনৈতিক পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কারণ দুই পক্ষের সঙ্গেই ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

পহেলগাঁও বর্ষপূর্তির আগে দিল্লিতে বড় হামলার ছক

গ্রেপ্তার ২ জইশ জঙ্গি

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল: পহেলগাঁও বর্ষপূর্তিতে ভারতে ফের নাশকতার ছক। মুম্বই থেকে ২ জইশ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সূত্রের খবর, খেলনা গাড়িতে বোমা বেঁধে তারা দিল্লিতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ছক কষেছিল। ধৃতদের সঙ্গে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের সরাসরি যোগ রয়েছে বলেও খবর।

প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্তরা বিস্ফোরক এবং আইইডি যন্ত্র তৈরির কৌশল শিখছিল। এরপর সেগুলি একাধিক খেলনা গাড়ির ভিতরে বেঁধে দিল্লিতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছিল। বর্তমানে তাঁদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। গোয়েন্দাদের অনুমান, এই চক্রের সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারে। সংঘবদ্ধ হয়ে এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।

পহেলগাঁও বর্ষপূর্তিতে ভারতকে ফের রক্তাক্ত করার ছক করছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা, এমন তথ্য গোয়েন্দাদের কাছে আগে থেকেই ছিল। ফলে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে তল্লাশি। এই পরিস্থিতিতে গোয়েন্দাদের কাছে খবর আসে, মুম্বইয়ের দুই বাসিন্দা মোসাব আহদাম ওরফে কালাম কল্যাণ এবং মহম্মদ হামাদ কোল্লারা দিল্লিতে হামলার ষড়যন্ত্র করছে। তারপরই দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল এবং মহারাষ্ট্র সন্ত্রাস-দমন স্কোয়াড (এটিএস) যৌথ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।

তদন্তকারীদের একটি সূত্রের খবর, ধৃতদের সঙ্গে জইশ, ইসলামিক স্টেট(আইসিস)-সহ একাধিক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগসাজশ ছিল। এছাড়াও অভিযুক্তরা অনলাইনে 'মিশন খিলাফত' এবং 'সোলজারস অফ প্রফেট'-এর মতো চরমপন্থী নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এই দুই যুবকের সঙ্গে আবু হুফেজা নামে এক ব্যক্তির যোগাযোগ হয়। মনে করা হচ্ছে, তিনিই মগজধোলাই করে তাদের জিহাদি বানায়।

ইউক্রেন যুদ্ধের বলি উত্তরপ্রদেশের যুবক!

লখনউ, ৬ এপ্রিল: ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার হয়ে লড়াই করছে বহু ভারতীয় যুবক। গত বছর বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে বিবৃতি দিয়েছিল বিদেশ মন্ত্রক। ইতিমধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছেন একাধিক ভারতীয়। এবার যুদ্ধের বলি হলেন উত্তরপ্রদেশের রামপুরের মাওয়াসি গ্রামের ২২ বছরের যুবক মহম্মদ শাভেদ। শনিবার তাঁর কফিনবন্দী দেহ পৌঁছয় রামপুরের গ্রামের বাড়িতে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও ভাবে নয় মাস আগে কাজের খোঁজে রাশিয়া যান মহম্মদ শাভেদ। প্রাথমিক ভাবে পরিবারকে জানান, একটি স্টিলের আসবাবের কারখানায় কাজ করছেন। মাস কয়েক বাদে রুশ সেনায় যোগ দেন যুবক। যদিও পরিবারের সদস্যরা ধোঁয়াশায়, কখন এবং কীভাবে রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন যুবক। ভাই শাহভেজ আলি জানান, বৃহস্পতিবার সেনায় কর্মরত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হন শাভেদ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। মহম্মদ শাভেদের ভাই শাহভেজ আলি বলেন, দুই দেশের সরকারি প্রক্রিয়া শেষে আত্মীয়র দেহ পেতে অপেক্ষা করছিল পরিবার। তিনি দাবি করেন, কবে এবং কীভাবে শাভেদ রুশ সেনায় যোগ দিয়েছিলেন, এই বিষয়ে তাঁদের কোনও ধারণা নেই। এদিকে এলাকায় উত্তজনার আশঙ্কায় পুলিশ মোতায়েন করেছিল স্থানীয় প্রশাসন। রামপুরের এসপি সৌমেন্দ্র মিনা বলেন, ভালো ভাবে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। গ্রামের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এর পরেও আমরা নজরে রাখছি পরিস্থিতি।

পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, শাভেদকে রুশ সেনা যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া যুবকের একটি অডিও ক্লিপের প্রমাণ দিয়ে এই দাবি করেন তাঁরা। ওই অডিও ক্লিপে শোনা গিয়েছে যুবক বলছেন, তাঁর জীবন 'ছাড়খাড়' হয়ে গিয়েছে। ভীষণ খারাপ পরিস্থিতিতে বাঁচতে হচ্ছে তাঁকে। যুবককে আরও বলতে শোনা গিয়েছে, অন্যরকম কাজের জন্য এসেছিলাম, সেনায় যোগ দেবো ভাবিনি।

রাজ্যসভায় বাংলায় শপথপাঠ রাজীব, বাবুলদের

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল: রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে সোমবার শপথ গ্রহণ করলেন বাংলার পাঁচ জন সাংসদ। প্রাক্তন পুলিশ কর্তা রাজীব কুমার, আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী, অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক, সঙ্গীত শিল্পী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ও বিজেপি নেতা রাহুল সিন্‌হা এদিন রাজ্যসভায় সাংসদ হিসেবে শপথ নেন। রাজনীতিতে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করলেন রাহুল সিন্‌হা। তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান দেশের উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণন।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও তামিলনাড়ু, ওড়িশা, ও মহারাষ্ট্রের মোট ১৯ জন সাংসদ সোমবার শপথ নেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৫ জন, তামিলনাড়ু থেকে ৬ জন, ওড়িশা থেকে ৩ জন এবং মহারাষ্ট্র থেকে ৫ জন সাংসদ হিসেবে শপথ নিয়েছেন। বাংলার পাঁচ জনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। এদিন শপথবাক্য পাঠ করে রাজ্যসভায় কাজ শুরু করেন তাঁরা। সোমবার শপথ অনুষ্ঠান চলাকালীন রাজ্যসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। এদিন সবার আগে মহারাষ্ট্রের বিজেপির টিকিটে জয়ী মায়া চিন্তামন ইভানতে সর্বপ্রথম শপথবাক্য পাঠ করেন। তারপর হুইচেয়ারে শপথ নিতে আসেন শরদ পাওয়ার। শপথগ্রহণের পর রাজ্যসভার চেয়ারম্যান রাধাকৃষ্ণন সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ বিএমএফ-০৩-১০-৫অ্যাক্সিস-সিএমএসি, তারিখ ঃ ০২.০৪.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, বগি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাকটরি, পূর্ব রেলওয়ে, ৮৮/১, অধর দাস রোড, বজবজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৩৭ কর্তৃক **টেন্ডার নংঃ বিএমএফ-০৩-১০-৫অ্যাক্সিস-সিএমএসি** -এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/ সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** সিঙ্গল টেন্ডার ভিত্তিতে ওইএন/ওইএন-এর স্বীকৃত ডিলার দ্বারা বগি ম্যানুফ্যাকারিং ফ্যাক্টরি, বজবজে ৫ অ্যাক্সিস সিএনসি মেশিনিং সেন্টার (টিওএস কেইউআরআইএম নির্মিত, মডেল নং. এফআরএফকিউ ৪০০ভিআর-এ১২)-এর সিএমসি। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৯,৬৯,৬৮,২৭০.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৯,৩৯,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৬০ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩৯ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ১০.০৪.২০২৬। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। যে ওয়েবসাইটে বিশদ পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in** MISC-06/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ০৩_২০২৬-২৭, তারিখ ০২.০৪.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়া**-র অধীনে। **কাজের বিবরণ ঃ** বর্ষার আগে জরুরি ভিত্তিতে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম এলাকা, ইয়ার্ড এলাকা, কলোনি এলাকা ইত্যাদিতে অবস্থিত আবৃত ও অনাবৃত নর্দমাগুলি পরিষ্কার করার ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬৩,৩৬,৮৯৩.১৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,২৬,৭০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০.০০। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৭.০৪.২০২৬ দুপুর ২ টো। www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান-** ই- টেন্ডারিং -এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। HWH-07/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE

E.E Berhampore Division –I, PWD invites OFF-LINE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 01 OF 2026-2027 for the work of-

1. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 7(seven) locations of Khargram Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

2. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 6(six) locations of Hariharpara Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

3. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 2(two) locations of Nowda Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

4. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 11 (eleven) locations of Beldanga Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

5. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 5(five) locations of Berhampore Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

6. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 5(five) locations of Burwan Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

7. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 2(two) locations of Salar Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

8. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 3(three) locations of Kandi Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

9. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 7(seven) locations of Nabagram Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

10. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 3(Three) locations of Sagardighi Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

11. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 6(Six) locations of Raghunathganj Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

12. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 3(Three) locations of Farakka Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

13. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 1(one) locations of Suti Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

14. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 3(three) locations of Samsherganj Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

15. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 1(one) locations of Rejinagar Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I.

Last date and time for receipt of application for Quotation documents on **08/04/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Quotation documents on **08/04/2026 upto 02.00 PM.** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope on **08/04/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **08/04/2026 at 03.00 PM.**

Sd/- Executive Engineer, Berhampore Division-I P.W.D

ময়দান

সোমবার ইডেনে শাহরুখ খান। ছবি: অদিতি সাহা।

রান রেটে নির্ধারিত হতে পারে শেষ চারের ভাগ্য

২৭ বছরে সিসিডি মিলেনিয়াম কাপ, জমে উঠেছে সেমিফাইনালের লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতার এক উজ্জ্বল নজির হয়ে ২৭ বছরে পা দিল সিসিডি মিলেনিয়াম কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ২০০০ সাল থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতা প্রতি বছরই তরুণ ক্রিকেটারদের কাছে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার অন্যতম মঞ্চ হিসেবে পরিচিত। এমনকি ২০২০ সালের অতিমারির সময়ও এই টুর্নামেন্টের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল, যা এর গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তার প্রমাণ দেয়। সিএবি অনুমোদিত বিভিন্ন ক্লাব এবং নামী কোচিং সেন্টারের অংশগ্রহণে এবারের আসরও শুরু থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বালক সংঘকে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ভিএসপি ১১। এই জয়ের ফলে গ্রুপ লিগের সমীকরণ আরও জটিল ও রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছে। আজ এই গ্রুপের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভিএসপি ১১ এবং হোয়াইট বর্ডার। এই ম্যাচের ফলাফলের উপর নির্ভর করছে সেমিফাইনালের ভাগ্য। যদি হোয়াইট বর্ডার জয় পায়, তবে তিনটি দলের পয়েন্ট সমান হয়ে যাবে, ফলে রান রেটের নিরিখেই নির্ধারিত হবে শেষ চারের দলগুলি। ইতিমধ্যেই অন্য গ্রুপ থেকে অ্যামেচার এবং ক্রিকেট লাভার্স ঢাকুরিয়া সেমিফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করে ফেলেছে। যদিও মাঝপথে বৃষ্টির কারণে কিছুটা বিঘ্ন ঘটেছিল, তবুও টুর্নামেন্ট এখন তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। আগামী ১২ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে বহুল প্রতীক্ষিত ফাইনাল। তরুণ ক্রিকেটারদের লড়াই এবং উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ উপভোগ করতে উৎসাহী স্থানীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

সিসিডি মিলেনিয়াম কাপে ম্যাচ সেরার হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন শান্তনু কুমার মিত্র

সবুজ মেরুনের প্রবীণ মহিলা সমর্থক শান্তি চক্রবর্তীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাজির মোহনবাগানের সভাপতি দেবাশিস দত্ত, ক্লাবের প্রবীণ সদস্য মিন্টু বাগ সহ অন্যান্যরা।

ইডেনে বৃষ্টির থাবা, পাঞ্জাব ম্যাচ ভেস্তে 'এক পয়েন্টে' সন্তুষ্ট কেকেআর !

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডেন গার্ডেন্সে পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচ মানেই যেন এক অদ্ভুত সমাপতন;বৃষ্টি আর অনিশ্চয়তা। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই আকাশের মুখ ভার ছিল, আর বল গড়াতেই নেমে এল প্রবল বৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত খেলা আর এগোতে পারল না, বাতিল হয়ে গেল ম্যাচ। ফলে দু'দলই পেল একটি করে পয়েন্ট, যা কলকাতা নাইট রাইডার্সের জন্য কিছুটা স্বস্তির হলেও সমস্যার সমাধান নয়।

এর আগে টানা দুই ম্যাচে হার; প্রথমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, তারপর সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে; নাইটদের যথেষ্ট চাপে ফেলে দিয়েছিল। দলের পারফরম্যান্স নিয়ে উঠছিল একের পর এক প্রশ্ন। বিশেষ করে বোলিং আক্রমণে ধার কম, শেষের দিকে ব্যাটিংয়ে দুর্বলতা, স্পিনারদের ফর্মহীনতা এবং বিকল্প পরিকল্পনার অভাব;সব মিলিয়ে দলের অবস্থা ছিল বেশ নড়বড়ে। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সমালোচনাও ক্রমশ বাড়ছিল।

এই পরিস্থিতিতে ঘরের মাঠে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচটি ছিল ঘুরে দাঁড়ানোর বড় সুযোগ। কিন্তু দল গঠনে বড়সড় চমক দেন অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে। দীর্ঘদিনের দুই ভরসাযোগ্য স্পিনার সুনীল নারিন ও বরুণ চক্রবর্তীকে ছাড়াই মাঠে নামে কেকেআর। জানা যায়, নারিন অসুস্থ এবং বরুণ আগের ম্যাচে চোট পেয়েছেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

বিধান চন্দ্র মাঝি ● তৃণমূল প্রার্থী

‘হুমকি-রাজনীতি’-র থেকে মুক্ত হতে পারছে না নানুর

খোকন দাস ● বিজেপি প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

ছাব্বিশের মহারণের আগেই ‘হুমকি-রাজনীতি’-র সাক্ষী থাকল নানুর। বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণার আগেই নানুরে থুপসারা অঞ্চলের কুড়গ্রাম এলাকার ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি রামকৃষ্ণ মণ্ডলকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। রাতের অন্ধকারে তাঁর বাড়ির সামনে রেখে আসা হল সাদা থান, রজনীগন্ধার মালা, ধূপকাঠি ও মিষ্টি। হিন্দু ধর্মীয় রীতিতে এই সামগ্রীগুলি মৃতদেহ সৎকার ও শ্রাদ্ধের সঙ্গে যুক্ত প্রতীক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে শাসকদল।গোটা ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত ওই বিজেপি নেতা রামকৃষ্ণবাবু। তিনি বলেন, ‘সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তৃণমূল বুঝে গিয়েছে এবার ওদের জেতা কঠিন। তাই বিজেপি নেতাদের ভয় দেখাতেই তৃণমূলের কর্মীরা পরিকল্পিতভাবে এই কাজ করেছে। আর এই ঘটনায় পরিবারের সদস্যরা স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত।’ যদিও এভাবে ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না বলেই স্পষ্ট জানিয়ে দেন রামকৃষ্ণবাবু। এই প্রসঙ্গে স্যাফ্রন ব্রিগেডের তরফ থেকে দাবি তোলা হয়, সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে সচেতন নাগরিকরা বিষয়টি ভালো ভাবে নেবেন না এবং এর প্রভাব ভোটবাক্সে পড়বে।

অন্যদিকে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ দাবি করেন, নানুরে বিজেপির সংগঠন কার্যত অদৃশ্য এবং রাজনৈতিকভাবে নিজেদের অবস্থান জোরদার করতেই এই ধরনের প্রচার চালানো হচ্ছে। মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার পাশাপাশি টিআরপি নেওয়ার জন্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন কাজল। এই প্রসঙ্গে কাজলের দাবি, নির্বাচনের আগে ধর্ম ও বিভাজনের রাজনীতি করে ভোটে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে বিজেপি। তৃণমূল নেতৃত্ব আরও দাবি করে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে এবং সেই কারণেই সাধারণ মানুষ উন্নয়নের পক্ষে রয়েছে। পাশাপাশি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বেও সংগঠন শক্তিশালী হয়েছে বলেও দাবিও করেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি। তবে এই ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বীরভূমের নানুর বিধানসভা এলাকা।

নানুরে এমন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী প্রায় নেই যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা নেই বা সংখ্যা কম। যেখানে ব্যতিক্রম বামপ্রার্থী শ্যামলী প্রধান। যদিও তৃণমূলের নানুরের নেতারা বলেন, তিনি তেমন সক্রিয় নন, কোনও কাজ করেন না, তাই কেসও হয় না ওর নামে। আর এখানেই প্রশ্ন ওঠে, প্রাণের ভয় কি নেই তাঁর। শ্যামলী বলেন, দলের সিদ্ধান্তে ভোটে প্রার্থী হয়েছি। নানুরের পরিচয় মানেই বোমাবাজি, খুন, সন্ত্রাস এটা ঠিক নয়। যাঁরা এসব কাজ করেন, সবাইকে রুটিরুজির আন্দোলনে যুক্ত করছি। আমার মনে হয় এতে আমাকে কেউ খুন করবেন না। ভোটের কঠিন লড়াইয়ে শ্যামলীর বড় হাতিয়ার পরিযায়ী শ্রমিকরা। শ্যামলী প্রধানের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, ১০ বছর ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিধায়ক পদে ছিলেন ৫ বছর তবে আজও পরনে আটপৌরে শাড়ি, মাটির বাড়িতে বসবাস আর পাঁচটা গ্রামের মহিলার মতো দেওয়ালে ঘুঁটে দিয়ে, ধান শুকিয়ে নির্বাচনী প্রচারে বের হন নানুর বিধানসভার এই সিপিআইএম প্রার্থী। খুব সত্যি বলতে ‘নরম’ মাটিতে রাজনীতি করেছেন বা করেন তাও নয়।নানুরে বোমা-বন্দুকের রাজনীতিতে চোখের সামনে দেখেছেন দলীয় কার্যালয়ে হামলা, বোমাবাজি, গুলির লড়াই এমন ঘটনার মধ্যে পড়ে দোতলার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বেঁচেছেন। ‘তৃণমূলে যোগ দেওয়ার’ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, আদর্শ ধরে রাখতেই সাদামাটা জীবনযাপন। প্রচারে তাঁকে কাছে পেয়েই অভিযোগ জানাতে দেখা যায় স্থানীয়দের। একশো দিনের কাজের টাকা থেকে আবাস যোজনায় কাটমানি নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন একালাবাসী। পাশাপাশি গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ২০১১ সালের পর এলাকায় ব্যাপক খুন সন্ত্রাস কায়েম করেছে তৃণমূল। গণতন্ত্রকে লুট করে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত আজ তৃণমূলের দখলে। বিধায়ক ফান্ডের টাকা তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতি,গ্রাম পঞ্চায়েত গুলো সিপিআই(এম)র বিধায়ক বলে সেই সময়ে বিধায়কের এলাকা উন্নয়নের টাকা বিভিন্ন পঞ্চায়েতে স্কিম দিলেও তারা রূপায়ণ করেনি।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
বিধান চন্দ্র মাঝি	তৃণমূল কংগ্রেস	১,১২,১১৬	৪৭.৬৪ %
তারকেশ্বর সাহা	বিজেপি	১,০৫,৪৪৬	৪৪.৮১ %
শ্যামলী প্রধান	সিপিএম	১২,৮৭৮	০৫.৪৭ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	২,১৪৯	০০.৯১ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
নানুর	২,৫০,০০০	২,৭২,৮২১	২,৭১,৫৪৯

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

বিধায়ক বাধ্য হয়ে সেই টাকা স্কুলগুলির উন্নয়নে খরচ করেছিলেন। জেলার বাকি ১০ জন বিধায়ক এর থেকে নানুরের শ্যামলী প্রধান এগিয়ে ছিলেন এলাকা উন্নয়নের টাকা স্বচ্ছ ভাবে খরচ করার নিরিখে জন্য। এমনই প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র পুনরোদ্ধারের লক্ষ্যে শ্যামলীর বার্তা, দুর্নীতিগ্রস্থ তৃণমূল ও সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে পরাস্ত করে বামপন্থীদের হাত শক্ত করতে হবে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষার স্বার্থে। তবে বাম প্রার্থী যে দাবিই করুন না কেন নানুরের বর্তমান বিধায়ক ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিধান মাঝি আত্মপ্রত্যয়ের সুরে জানান, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন ও প্রকল্প দেখে মানুষ উজ্জীবিত। সেই কারণেই প্রার্থী নিজে জানান, গত পাঁচ বছরে উনি যা কাজ করেছেন সেই দেখে নানুরের মানুষ তাঁকেই ভোট দেবেন।

নানুরের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, এটি একটি ব্লক স্তরের শহর, যা পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বোলপুর মহকুমার অন্তর্গত। এই বিধানসভা কেন্দ্রটি তফসিলি জাতির ক্যাটাগরির। নানুর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক, বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত। এটি বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১টি। ১৯৫১ সালে তৈরি হয়েছিল এই নানুর বিধানসভা কেন্দ্রটি। ১৪ শতকের কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান হিসেবে সুপরিচিত এই নানুর বিধানসভা কেন্দ্রটি ২০০০ সালে এই কেন্দ্র খবরের শিরোনামে আসে সূচপুর গ্রামে ১১ জন চাষিকে হত্যা করার ঘটনায়। হত্যার এই অভিযোগ ওঠে সিপিআইএম-এর বিরুদ্ধে। নানুর কাণ্ড হিসেবে পরিচিত সে ঘটনা।

এখনও পর্যন্ত ১৫টি ভোট হয়েছে নানুর কেন্দ্রে। ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালের ভোটে এই আসনের অস্তিত্ব ছিল না তবে ১৯৬৭ সালে ফের তৈরি হয় এই কেন্দ্রটি। ১৯৫১ সালের নির্বাচনে এটি ছিল দুই আসন বিশিষ্ট কেন্দ্র। ২টি আসনেই সেবার জিতেছিল কংগ্রেস। ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকে এটি একটি তফসিলি জাতির কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়। সিপিআইএম এই কেন্দ্র জিতেছে ১০ বার। ৩ বার জিতেছে কংগ্রেস এবং ২ বার তৃণমূল। ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত টানা এই আসন দখল ছিল বামেদের। যা এ রাজ্যে বামেদের ৩৪ বছরের শাসনকালের সমান। ২০০১ এবং ২০০৬ সালে দ্বিতীয় স্থানে থাকার পর ২০১১ সালে এই আসন তৃণমূল ছিনিয়ে নেয়। ২০১১ সালের তৃণমূলের গদাধর হাজরা সিপিআইএম-এর শ্যামলী প্রধানকে হারান ৫ হাজার ৮৬৩ ভোটে। আবার ২০১৬ সালে শ্যামলী প্রধান গদাধর হাজরার থেকে এই আসন ছিনিয়ে নেন ২৫ হাজার ৭৩০ ভোটে। ফের ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনে জয়ী হয় শাসকদল তৃণমূল। দলের প্রার্থী বিধান চন্দ্র মাঝি এই আসনে বিজেপির তারকেশ্বর সাহাকে হারান ৬ হাজার ৬৭০ ভোটে। তবে সবচেয়ে বড় চমক ছিল ২০১৬ সালে ৫০.০ শতাংশ ভোট পাওয়া সিপিআইএম এই আসনে ২০২১ সালে পায় মোটে ৫.৪৮ শতাংশ ভোট। তৃতীয় স্থানে চলে যান শ্যামলী প্রধান। সেবার এই আসনে বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী ছিলেন তিনি।

এদিকে ২০০৯ সালে এই আসনে লোকসভা ভোটের সময়ে এগিয়ে ছিল সিপিআইএম। কংগ্রেসের থেকে ২৬ হাজার ৭২৮টি ভোট বেশি পেয়েছিল তারা। ২০১৪ সালের পর থেকে তৃণমূল এই আসনে এগিয়ে যায় লোকসভা নির্বাচনেও। ২০১৪ সালে সিপিআইএম-এর থেকে ৬১ হাজার ৯৫৮ ভোট বেশি পেয়েছিল ঘাসফুল। ২০১৯ সালের ভোটে বিজেপি মূল প্রতিদ্বন্দ্বী দল হয়ে ওঠে। সেবার তৃণমূল বিজেপির-র সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে ১৭ হাজার ৭৩১ ভোটে এগিয়ে ছিল। আবার ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের সময়ে এই চিত্র সম্পূর্ণ বদলে যায়। বিজেপি পিছিয়ে পড়ে ৮২ হাজার ২১০ ভোটে।

২০২৪ সালের ভোটের সময়ে এই কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ২৮ লক্ষ ৭ হাজার ৪ জন। যা ২০২১ সালের ২৭ লক্ষ ৬ হাজার ৭৭৭, ২০১৯ সালের ২৬ লক্ষ ৫ হাজার ৩৮৩, ২০১৬ সালের ২৫ লক্ষ ১ হাজার ৯৭৩ এবং ২০১১ সালের ২১ লক্ষ ১ হাজার ৩১৭ থেকে বেশি। এই কেন্দ্রে ৩২.৫১ শতাংশ ভোটার তফসিলি জাতি। তফসিলি উপজাতি রয়েছে ৮.৩৯ শতাংশ, মুসলিম ভোটার ২৮.৯০ শতাংশ। নানুরে গ্রামীণ ভোটারের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি, শহুরে ভোটার মাত্র ১.৫৪ শতাংশ। এই কেন্দ্রে ভোটের হার বরাবরই বেশি। ২০১১ সালে ভোট দিয়েছিলেন ৮৫.৩৬ শতাংশ ভোটার, ২০১৬ সালে ৮২.৭৩ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৮৪.৮১ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ৮৫.০২ শতাংশ।

তবে পরিসংখ্যান যা বলছে তাতে মুসলিম ভোটার যে কেন্দ্রে বেশি, তৃণমূল সেই কেন্দ্রে জয় পাচ্ছে। তার প্রমাণ ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। অন্যদিকে ২০১৬ সালের পর থেকে এই কেন্দ্রে ফিকে হয়েছে বামেরা। ৪-৬ শতাংশের বেশি ভোট পড়ে না তাদের পক্ষে। গত ৩ বারের নির্বাচনে বিজেপির যে পরিমাণ দখল শুরু হয়েছিল তা ২০২৪ সালে রাখতে পারেনি। আর এটাও ঠিক যে, ২০২৬-এ প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া এবং সংখ্যালঘু ভোট কাটাকাটি না হলে বিধানসভা নির্বাচনে নানুরকে নিজেদের দখলে আনতে তেমন কাঠখড় পোড়াতে হবে না বাংলার শাসকদলকে।

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

বিধাননগর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুজিত বসু সোমবার বিধাননগর মহকুমা শাসকের দফতরে মনোনয়ন জমা দিলেন।।

জাঙ্গিপাড়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন শ্রীরামপুর এসডিও অফিসে।

চন্দননগর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেন মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন চন্দননগর এসডিও অফিসে ক্যাপশন ছবি বনস্পতি দে চন্দননগর হুগলি।

প্রচারে সোনারপুর দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রচারে যাদবপুর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

প্রচারে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী গার্গী চট্টোপাধ্যায়।